নব্য সভ্য বিধায়ক

অর্থাৎ

নব্য দিগের সভ্য হইবার যুক্তি

গ্রন্থ

শ্রীযুত সূর্য্য নারায়ণ রায়

কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায় বিরচিত হইয়া

শ্রীশ্রী৺বারাণসী ধামে

কাশী যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৩

1851 A.D.

২৩৭ মান্যবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় মহতাশয়েষু।

ভূয় ভূয়ঃ প্রণতি পুরঃসর নিবেদন মেতৎ মহাশয়ে ঐহিক প্রত্যয়িক বিষয়ে বিচক্ষণতা আছে এবং পরোপকারার্থে তাহা ব্যয় করিতে কাতর নহেন এমতে সাহস পূর্ব্বক আমি যে এক "নব্যসভা বিধায়ক" নামক অর্থাৎ নব্যদিগের সভ্য হইবার যুক্তি পুস্তক বহুতর পরিশ্রম স্বীকার করত জ্ঞানবান্ মহোদয় গণের সংসঙ্গে থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত ও নীতি গ্রন্থা দির সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকে রউপকারার্থে গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়াছি তাহা আপনকার সমীপে প্রেরণ করিতেছি অনু গ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকের বর্ণ শোধন করিয়া বাধি ত করিবেন নিবেদনেতি।

শ্রীসূর্য্য নারায়ণ শর্ম্মণঃ।

দুষ্প্রাপ্য

শ্রীশ্রী দুর্গা ।

বর্ণ শ্রেষ্ট বয়ঃ জ্যেষ্ঠ মহাশয়দিগকে প্রণতি
পূর্ব্বক নিবেদন এই যে বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমার
দিগের কল্যাণ নিমিত্ত পরিশ্রম লইয়া নানাপ্রকার
শাস্ত্রার্থ আমার দিগকে জ্ঞাত করিবার জন্য সাধু
ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তদং পুস্তক পাঠ
করিয়া আমরা আমার দিগের শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা
অনেক জানিতে পারিয়াছি আমি ঐ সকল মর্ম্ম ক
থা সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান কালে লোক দিগের
সাধ্য বুঝিয়া কাষ্ট বিড়ালের ন্যায় আপন বুদ্ধি ও
সাধ্য (যাহা গুরুর কৃপায় পাইয়াছি) অনুসারে
কিছু যুক্তি শাস্ত্র উক্তি স্বদেশীয় দিগের সুখী ক
রিবার জন্য অতি সামান্য ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ
দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিব এই মানস করিয়া
পত্র প্রকাশ করিতেছি অতএব যদি কোন অন্যায়

মুক্তি পত্রিকাতে ভ্রান্তি ক্রমে প্রকাশ করিয়া থা কি তবে আপনারা ও বিজ্ঞ মহাশয়েরা আপনার দিগের নিজ গুণে শোধন করিয়া নব্য দিগকে উপদেশ দিবেন যাহাতে বল, বুদ্ধি ও ধন উহারা প্রাপ্ত হইতে পারে।

বন্দনা।

নমঃ প্রভু গণপতিঃ তোমার চরণে নতিঃ কোটি কোটি করি দয়াময়। তুমি ব্রহ্ম নিরাকারঃ রূপের ভেদে সাকারঃ লম্বোদর পার্ব্বতী তনয়॥ বিঘ্ন নাশ তব নামঃ অন্তে পায় মোক্ষধামঃ যেই জন তব নাম লয়। বেদ পুরাণেতে কয়ঃ হথে যাহারে নিশ্চয়ঃ তার সব বাঞ্ছা সিদ্ধ হয়॥ কাতর হইয়া অতিঃ মনেতে রাখিয়া প্রীতিঃ স্মরণ লয়েছি তব পদে।

অসার সংসারেতে ভয় : ভ্রমিতেছি নিরন্তর : রক্ষাকর প্রভু এ বিপদে ॥

নম নম নম : ওরে মন মম : কররে কপট ছাড়ি । সুধা সিন্ধু মাঝে : যে জন বিরাজে : তাহার চরণে পড়ি ॥ এ ভব সংসার : সেই করে পার : তিলেক কটাক্ষ করি । তাঁহার চরণ : দেখ অনুক্ষণ : রিপুগণে পরিহরি ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড : তাঁহার এ কাণ্ড : রচিয়েত বারম্বার । পালিতেছে তায় আপন ইচ্ছায় : নাশিতেছে আরবার ॥ আহা মরি মরি : চরণ মাধুরি : যে জন হেরেছে তায় । জঠর যন্ত্রণা : পুনঃ সে পাবেনা : জান মন এ নিশ্চয় ॥

আমার যে সব : শুন হে মাধব : অপরাধ তব কাছে । ক্ষম প্রভু তায় : ওহে দয়াময় : নাম

গুণ তব আছে ॥ তুমি জনার্দ্দন : জানিয়া কারণ : তব জগতের মাঝে । পতঙ্গের ন্যায় : হইয়ে তাহ য় : মন রাখি তব কাজে ॥ দেহে শক্তি ধরি : উপা য় যে করি : যা ইচ্ছায় তব হয় । তব পদে মন রাখি অনুক্ষণ : আর কিছু ভাল নয় ॥ শুনেছি এমন : তোমার চরণ : ধ্যান করে যেই জন । করয়ে সাধন : কার্য্যের কারণ : সিদ্ধ তার তত ক্ষণ ॥ সূর্য্য নারায়ণে : তোমার চরণে : কহিতে ছে হে মুরারি । এই কর দয়া : তব ভব মায়া : পাশে মুক্ত হই হরি ॥

নব্য ধায়ক।

অর্থাৎ নব্য দিগের সভ্য হইবার যুক্তি।
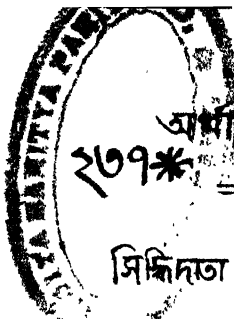
সিদ্ধিদাতা গণেশ ও মুক্তিদাতা মহেশ, এই উভয়ের প্রিয় পাত্র সকলে হইবেন, যদ্যপি আমার এই পত্রে মনোযোগী হয়েন।
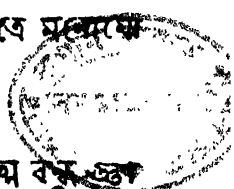
সংখ্যা ১। পশ্চাৎ উক্ত ব্যক্তি দিগকে আত্ম বন্ধু জ্ঞানে আপনার মনের কিছু কথা প্রকাশ করিব, এমত বাঞ্ছা করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তাঁহার দিগের সমভিব্যাহারে বসিয়া কথোপকথন দ্বারাপেক্ষা পত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপন করা ভাল, তন্মধ্যে যাঁহারা সুবোধ হইবেন তাঁহারদিগের অবশ্যই মঙ্গল হইবেক, এনিমিত্ত সকল কে ঐ সকল কথা লেখনীর দ্বারা জ্ঞাত করিব এই মত যুক্তি স্থির করিয়াছি।

আমার অনেক দিবসাবধি মানস যে আ[illegible] দিগের আত্ম বন্ধু মধ্যে নব্য যাঁহারা আছেন তাঁহারা সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া সকলে সুখী হইয়া বালক ও বৃদ্ধ সকলকে নিয়ত

সুখ প্রদান করেন, কিন্তু এরূপ সুখী হইতে তিন বস্তু প্রাপ্ত আবশ্যক করে, অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, এবং ধন, এই ত্রিবিধ বস্তু প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ সাহস হইয়াছে, সাহস করিয়া যে কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইবে তাহা অবশ্য সিদ্ধি হইবেক, যদ্যপি কেহ অদৃষ্টাধীন সকল কর্ম্ম হয় এমত ভাব্য ভাবনা করেন, তথাচ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সাহস করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হইলে যদ্যপি সে কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধি না হয়, তথাচ তাহার যশ হইবে।

প্রথম। আমার মানস তোমরা বল্ যাহাতে শরীরে হইতে পারে এমত কর্ম্ম করাতে সাহস করহ, কারণ বল্ না হইলে পরিশ্রম করিতে কেহ ক্ষমতাপন্ন হইতে পারিবেনা, যে হেতুক পরিশ্রম না করিতে পারিলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইতে পারিবে না, যে বুদ্ধি দ্বারা নানা বিধ ধন ও অমূল্য রত্ন উপার্জ্জন হইতে পারে, বিশেষতঃ প্রবিধান করিয়া সকলে দেখিবে, শরীর

সবল থাকিলে রোগোৎপত্তি অতি অল্প হয়, অন্তঃক রণ সর্ব্বক্ষণ পুলকিত থাকে, এবং ঐ কর্ম্ম নিত্য অভ্যা স রাখিলে শরীরে অলস থাকেনা, যে অলস আমা রদিগের সৎকর্ম্ম করিবার প্রতিবাদী হইয়াছে, আর দেখ, শরীরে বল থাকিলে ভোগাদি যাহা করিবে সকল উত্তম রূপে হইতে পারিবে, দেহ সবল রা খিবার এই সকল প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু অন্য লো কে ঐ কর্ম্ম অধিক করিলে তাহাতে দোষার্পণ ক রিবার সম্ভব আছে, দেহে বল উপার্জ্জন করিবার যে সকল উপায় আছে, তাহার মধ্যে অনেক আমার দিগের অগ্রাহ্য এবং দুঃসাধ্য হইয়াছে, কারণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় এবং অর্থ অপেক্ষা করে, এতদর্থে আমি যাহা যুক্তি তোমারদিগের নিমিত্ত করিয়াছি, তাহা যদি তোমরা করিতে স্বীকার করহ, তবে তোমারদিগের শ রীর সবল প্রায় জীবনাবধি থাকিতে পারিবে, এবং তাহাতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অর্থ ব্যয় করিতে হইবেনা,

আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ইহা দেখিয়া এবং আপনি স্বয়ং পরিক্ষা লইয়া তোমার দিগকে কহিতেছি, যেহেতু এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোক শরীর সবল রাখিবার নিমিত্ত নিত্য অত্যল্প ক্ষণ ডন্ অর্থাৎ ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন, সেই মত তোমরা যদি দিবা রাত্রি মধ্যে এক দণ্ড কাল এই কর্ম্মে নিয়ম কর তবে ভাল হয়।

দ্বিতীয়। যে রূপ বল উপার্জ্জন করিতে নিয়ম করিবে সেই রূপ বুদ্ধি বল যাহাতে হয় এমত উপায় করিবে, অর্থাৎ ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালা অথবা পারসি ইত্যাদি যাহাতে যাহার অভিরুচি হইবে। পুস্তক ও কেতাব ইত্যাদি যে সকল বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমারদিগ্যে শাস্ত্রের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিবার জন্য সাধু ভাষায় রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠের দ্বারা সংসারের মধ্যে কোথায় কি হইতেছে ও হইয়াছে, জ্ঞাত হইবে এবং যাহা জ্ঞাত হইবে তাহা স্মরণ রাখিবে; আর বাঙ্গালার চানক্য শ্লোক এবং ইংরাজীর প্রোবর্ব্ব কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার নিগূঢ় অর্থ জানিতে যত্ন করিবে, এই রূপ কিছু দি

বস করিলে তোমারদিগের বুদ্ধিতেও বল হইবেক।

তৃতীয়। যখন বাহুবল্ ও বুদ্ধিবল্ একত্র হইবে, তখন অর্থ উপার্জ্জন অবশ্য হইতে পারিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে অর্থে এই সংসার ভুলিয়াছে, অর্থ হইলে যখন যে মানস করিবে তখন তাহা পূর্ণ করিতে পারিবে, পর প্রত্যাশী কখন থাকিবেনা, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের প্রধান কারণ বল্ ও বুদ্ধি হইয়াছে, অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত বুদ্ধিকে বলবান করিতে নানা প্রকার উপায় আছে, কিন্তু বিশিষ্ট কুলে উদ্ভব হইয়া লেখা পড়া দ্বারা বুদ্ধিকে বলবান করিবার যুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। বিদ্যা না হইলে বুদ্ধি হয়না, বুদ্ধি না হইলে সাহস হয়না, সাহস না হইলে বল্ হয়না, অতএব বুদ্ধি, সাহস, ও বল্ এই তিনের উৎপত্তি কারণ বিদ্যাই হইয়াছেন। হে, আত্ম বন্ধু সকল, তোমরা বিদ্যা প্রাপণ যাহাতে হয় অবশ্য করিবে, তাহাতে তাচ্ছল্য কদাচ করিবেনা, তাচ্ছল্য করিলে কেহ তোমারদিগের উপর সন্তুষ্ট হইবেনা।

আমার আত্ম বন্ধু ব্যক্তি দিগের নামের প্রথমা ক্ষর এই পত্রে লিখিত হইল।

অ	ক	ঢ	ম
আ	খ	ণ	য
ই	গ	ত	র
ঈ	ঘ	থ	ল
উ	চ	দ	ব
ঊ	ছ	ধ	শ
ঋ	জ	ন	ষ
এ	ঝ	প	স
ঐ	ট	ফ	হ
ও	ঠ	ব	ক্ষ
ঔ	ড	ভ	॥॰

অদ্য এই অবধি থাকিল।

১ জানুআরি ১৮৫০ সাল ইং। শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শর্ম্মণঃ

সংখ্যা ২। গত ১ জানুআরি মাসে আমার আ ত্ম বন্ধু দিগকে যে সকল যুক্তি সুখী হইবার নিমিত্ত জ্ঞাত করিয়াছি, বোধ করি উক্ত বন্ধু গণের মধ্যে যাঁ হারা চতুর আছেন তাঁহারা অবশ্যই ঐ সকল যুক্তিকে আদর করিয়া আপন২ বল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্টিত হইয়া থাকিবেন, অতএব তাঁহারদিগে র এমত চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হওনাবধি যাহাতে সুখের আরম্ভ হইবে, এমত কিছু বিশেষ কথা ক হিতেছি, ইহাতে মনোযোগী হইবে।

যে২ ব্যক্তি আমার গত পত্রে মনোযোগী হইয়া সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইবার জন্য যত্ন করিবার বাঞ্ছা করিবেন, আমার মানস যে তাঁহারা হিংসা রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে পরস্পর সকলকে এমত সাহস দেন, যে যাহাতে সকলে বাহুবল ও বুদ্ধিবল ক্রমে বৃদ্ধি করিতে পারে, এরূপ করিলে দেখ সক লের সহিত সকলের প্রণয় হইবে, সকলকে সক

লে মান্য করিবে, এবং সকলে সকলের উপকারী হইবে, এই যে অত্যুত্তম সুখের ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্ম সকল সুখের কারণ হইয়াছে. দেখ যে খানে প্রণয় নাই সে খানে মান্যতা নাই. যে খানে মান্যতা নাই সেখানে ঐক্যতা নাই, ঐক্যতা না থাকিলে কল্যাণ নাই, অতএব কল্যান যদি কেহ চাহ তবে যে যুক্তি কহিলাম ইহা করিতে তৎপর হইবে ।

আত্ম বন্ধু যদি কেহ বলবান, বুদ্ধিমান কিম্বা ধনবান হয়, সে আপনারই বল, বুদ্ধি ও ধন জ্ঞান করিতে হইবে, কারণ আত্ম বন্ধু তাঁহাকেই কহা যায়, যাঁহাকে শ্মশানে, মশানে, এবং ভোজনে পাওয়া যায়, এবং যাঁহারদিগের বাহু, বুদ্ধি ও অর্থ বলের ভরসা সময়ানুসারে করাযায়, অতএব এই প্রকার বন্ধুগণ যাহাতে উক্ত ত্রিবিধ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতে পারেন এমত চেষ্টা পাওয়া অতি আবশ্যক, এবং সুবোধের কর্ম্ম এই, যাহাতে আপন বল, বুদ্ধি ও ধন বৃদ্ধি হয় এমত করা উচিত, এবং যে২ ব্যক্তি স্বীয়

অলস প্রযুক্ত এই সকল উত্তম উপদেশে অমনোযোগি হইয়া সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হইবেন, তাহারদিগের অতি দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক, এবং তাহারদিগকে সকলের দুঃখ জনক বলা যাইতে পারিবেক, কারণ ত্তিহারা দুঃখী চিরদিন থাকিবেন, ত্তিহারদিগের দুঃখ দেখিয়া আত্ম বন্ধু গণ সকলকে দুঃখী হইতে হইবেক, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান ইতিমধ্যে যাহারা হইবেন, উক্ত প্রকার আত্ম বন্ধু গণকে সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দিবেন, যাহাতে ইহারদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, ইহাতে জ্ঞানবান দিগের কিছু ক্লেশ হইবেনা; বরঞ্চ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে ।

আত্ম বন্ধু পঞ্চম প্রকার হয়, তাহার বিশেষ লিখিতেছি, প্রথমতঃ আপ্ত কুটম্ব, দ্বিতীয় প্রতিবাসী, তৃতীয় স্বগ্রামবাসী, চতুর্থ স্বদেশী, পঞ্চম স্বধর্ম্মাবলম্ব ।

সংখ্যা ৩ । দ্বিতীয় পাঠে যে প্রকার সকলের সহিত সকলে যুক্তি, প্রণয়, মান্যমান ও ঐক্যতা রাখিবার কারণ কহিয়াছি, তাহা করিতে সকলে অবশ্য তৎ

পর হইবে, হিংসা রিপুকে ত্যাগ করিবে, কারণ হিংসা আমারদিগের কেবল দুঃখদায়ক। হিংসা তিন প্রকার আছে, তাহার বিশেষ কহিতেছি; সকলে জ্ঞাত হইবে।

প্রথমতঃ অন্যের সুখ দেখিয়া আপন মনে দুঃখী হওয়া "হায় আমার ঐ প্রকার সুখ হইলনা" এই প্রকার পর সুখে বিলাপ করা তাহার নাম হিংসা, এরূপ করিলে কেবল আপন মনে আপনি দুঃখ দেওয়া মাত্র, ইহা কেহ করিবেনা।

দ্বিতীয়। কোন লোকের ভাল দেখিয়া আপনার তেমৎ নাই কিম্বা হইবেনা ইহাতে মনোমধ্যে বিসম্বাদ করিয়া তাহার ভাল যাহাতে না থাকে এমত চেষ্টা পাওয়া তাহার নাম হিংসা, অতএব অন্যের সুখ দেখিয়া আপন মনে দুঃখী হইয়া তাহার সুখ নাশ করিয়া আপনি সুখী হইতে চেষ্টা কেহ পাইবেনা।

তৃতীয়। আপনি আপনার বল, বুদ্ধি, ধন

[দু]ঃখাদির বৃদ্ধি করিতে অক্ষম, কিন্তু অন্যকে সক্ষম দেখিয়া অসহ্য জ্ঞানে তাহার প্রতিবাদী হওয়া তাহার নাম হিংসা, এমত কর্ম্মে কেহ প্রবৃত্তি করিবেনা।

উক্ত প্রকার হিংসা আমারদিগকে কেবল দুঃখ দেয়, তাহার কারণ আরো বিশেষরূপে কহিতেছি, সকলে অবগত হইবে। এই যে জগৎ সংসার যিনি রচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তিনি আমারদিগের সকলের পিতা, আমারদিগের ভোগের নিমিত্ত নানা প্রকার বস্তু উৎপত্তি করিতেছেন এবং আমারদিগের সকলের কর্ম্মানুসারে যাহাকে যেমত ইচ্ছা হইতেছে সেইরূপ দিতেছেন, অতএব পিতা যখন আমারদিগের মধ্যে কাহাকেও কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া উত্তম বস্তু ভোগার্থে প্রদান করিবেন, তাহা দেখিয়া আমারদিগের উচিৎ নহে যে উক্ত প্রকার হিংসা করি, কারণ এ বিষয়ে তিনি অস

ন্তুষ্ট হইয়া আমারদিগকে দণ্ড দিবেন, এ নিমিত্তে
হিংসা আমারদের দুঃখ দায়ক হইয়াছে, অতএব হিং
সা কেহ করিবেনা, বরঞ্চ আমারদিগের উচিত এই
যে যদ্যপি ঐ উত্তম বস্তু সকল দেখিয়া ভোগ ক
রিতে ইচ্ছা হয় তবে পিতাকে কর্ম্মের দ্বারা সন্তুষ্ট
করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, তাহা করিলে
তেঁহ আমারদিগকে (আমরা যাহা চাহিব) তাহাই
দিবেন। তিনি অতি দয়াময়, সে কথা তোমারদিগ
কে লিখিয়া জানাই, আপন২ মনে বুঝিয়া দেখহ,
পিতা কি রূপ সন্তানের প্রতি দয়া করেন।

সংখ্যা ৪। আমার আত্ম বন্ধু দিগকে বাহুবল ও
বুদ্ধিবল উপার্জ্জন করিবার যুক্তি আমার প্রথম প
ত্রে কহিয়াছি, এক্ষণে অর্থ উপার্জন যাহাতে হ
ইতে পারে তাহার যে যুক্তি শাস্ত্র উক্তি আছে তা
হা কহিতেছি, বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্মী ইত্যাদি।
বাণিজ্য করণের দ্বারা অধিক অর্থ উপার্জন হও-

নের সম্ভব আছে অতএব বাণিজ্য করিয়া যদি কেহ অ র্থ উপার্জন করিতে চাহ তবে প্রথমে তাহাকে যে প্রকার করিতে হইবেক তাহা কহিতেছি,

হিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবেক,

প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করিতে হইবেক,

কায়িক পরিশ্রম করিতে হইবেক,

বিশ্বাস যে এক বস্তু তাহাকে রক্ষা করিতে হইবেক,

আপন লাভ ও ক্ষতির কথা গোপন রাখিতে হইবেক,

ব্যয় কুণ্ঠ হইতে হইবে যদবধি যত ধন লইয়া বা ণিজ্য করিতে প্রবত্ত হইবে তত ধন লভ্য না হয়, এবং সকল কার্য্য জগদীশ্বরের স্মরণ পূর্ব্বক করিবেক, তাহা হইলে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছা পূর্ণ করি বেন। রাজকার্য্য সাধনের দ্বারা যদি কেহ অর্থ- উপার্জন করিতে ইচ্ছা করহ তবে যে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইবে সে কার্য্য কায়িক পরিশ্রম দ্বারা উত্তম রূপে সাধন করিয়া রাজাকে বা রাজার প্রধান কর্ম্ম

করক কে (যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে) তুষ্ট রাখিতে পারিলে তবে অর্থ উপার্জন হইবার সম্ভব হইবে, অর্থাৎ যে কেহ লেখা পড়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহারদিগের উচিত উত্তম লিখিতে শিক্ষা করিবেন পত্রাদির অর্থ দ্বারা মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন এবং পত্রাদি লিখিতে সক্ষম হইবেন যদ্যপি উত্তম রূপে না পারেন তথাচ কর্ম্ম নির্ব্বাহ যাহাতে হইতে পারে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে অঙ্ক বিদ্যা অর্থাৎ হিসাব শিখিতে হইবে।

যাহারদিগের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে তাহারদিগের কথা বুঝিতে এবং বুঝাইতে শিক্ষা করিতে হইবে তবে রাজা বা তৎ কার্য্যাধিকারী সন্তুষ্ট হইবেন। এই রূপ যে, যে কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইবে সেই কর্ম্ম দেহবল্ ও বুদ্ধিবল্ থাকিলে উত্তম সাধিতে পারিবে পরন্তু হিংসা প্রবঞ্চনা-ত্যাগ পরিশ্রম ও বিশ্বাস রক্ষণ করিয়া পরমেশ্ব

রকে স্মরণ পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিলে পিতা তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব সিদ্ধি এবং মানস পূর্ণ করিবেন।

কৃষি কর্ম্ম করণের দ্বারা কেহ যদি ধন উপার্জন করিতে বাঞ্ছা করহ তবে হিংসা প্রবঞ্চনা ত্যাগ কায়িক শ্রম এবং বিশ্বাস রক্ষা করিয়া জগদীশ্বরের স্মরণ পূর্ব্বক তৎকার্য্য সম্পাদন করিলে উত্তম হইতে পারিবে।

উক্ত বাণিজ্য, রাজকার্য্য, এবং কৃষি কর্ম্মের আর বিশেষ কথা কি কহিব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেহবল ও বুদ্ধিবল থাকিলে সকল সন্ধান জানিতে পারিবে। অদ্য এই অবধি থাকিল।

সংখ্যা ৫। আমার প্রথম পত্রে আমার বন্ধুদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি সাহস, বল, বুদ্ধি ধন উপার্জ্জনের প্রধান কারণ হইয়াছে এই বস্তুত্রয় প্রাপ্ত হইলে তাহাদের লইয়া জীবনাবধি

সৎপথে থাকিয়া সাংসারিক সুখ নির্ব্বিঘ্ন রূপে ভোগ করিবার জন্য সকল কর্ম্মে জগৎপিতার স্মরণ করা এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করা শ্রেয় হইয়াছে, যে হেতু ধৈর্য্য না থাকিলে তোমারদিগের বল, বুদ্ধি, ও ধন অবশ্য নিরর্থক হইবেক ইহাতে কোন স ন্দেহ নাই, এনিমিত্তে ধৈর্য্য কাহাকে কহে তাহা র বিশেষ কহিতেছি সকলে মনোযোগী হইবে।

কেহ যদি কখন কোন কটুবাক্য তোমারদি গকে কহে তাহা শুনিয়া ক্রোধাদি উদ্ভব হইলে ক্রোধের কার্য্যকরা না হয় পরদ্রব্যাদি দেখিয়া কাহারো লোভাদি না হয়, সুন্দর রূপ দেখিয়া কামাদির উদ্ভব হইলে তৎ কার্য্য করা না হয়, দ্রব্যাদি নষ্ট হইলে খেদাদি না হয়, পুত্রাদি বি য়োগে শোক মোহাদি না হয়, এবং সম্পদে মদ প্রাপ্ত না হয়, এবং বিপদে মতি ভ্রংশ না হয়, ইহার নাম ধৈর্য্য। অতএব তোমরা ঐ মত অ=

ভ্যাস করিতে যত্ন করিবে, কারণ এই রূপ অভ্যাস ক রিলে এই ধৈর্য্য ক্রমে তোমারদিগের বান্ধব হইয়া তোমারদিগের শরীরে যে সকল দুরন্ত রিপু আছে তাহাদিগকে তোমারদিগের আজ্ঞার অধীন করি বে; অভ্যাস বড উত্তম বস্তু হইয়াছে, একেবারে কেহ কোন বিষয় শিখিতে পারেনা, কিন্তু নিত্য যত্ন করিলে ক্রমে যে বিষয় অভ্যাস করিবে তা হাতে নিপুন হইবে।

ধৈর্য্যের আর কিছু বিশেষ কথা তোমাদি গকে কহিতেছি, জগৎপিতা আমাদিগকে সৃজন করিয়া ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি, সত্য, দয়া ও মন এই ছয় বস্তু আমাদিগের বন্ধু স্বরূপ প্রদান ক রিয়াছেন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য, এই ছয় আমাদিগের রিপু সঙ্গে দিয়া ছেন, অতএব বন্ধু গণ লইয়া যদ্যপি আমরা

কর্ম্ম করি, তবে আমাদিগকে তাহারা সৎকর্ম্মে যোজনা করিবে, আর রিপুগণ লইয়া কর্ম্ম করিলে তাহারা কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়াইবে, ইহা সকলে স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করিবে ।

বল, বুদ্ধি ও ধন, পিতা আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে দিয়াছেন, আমরা উপায় দ্বারা প্রত্যেক কে বৃদ্ধি করিতে পারি, এমত ক্ষমতাও আমাদিগকে তেঁহ দিয়াছেন, কিন্তু অন্যের অনহিত কারী না হইয়া যদ্যপি উক্ত ত্রিবিধ বস্তু উপার্জ্জন করিতে পারি, এবং পরোপকারার্থে তাহা ব্যয় করিতে নিযুক্ত হই, তবে পিতা আমারদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গাদির ভোগ দিয়া পরম পদ প্রাপ্ত করিবেন ।

দেখ শরীরের স্বাভাবিক বলকে আমরা উপায় দ্বারা প্রবল করিতে পারি, ঐ রূপে বুদ্ধি

ও ধনকে উপায় দ্বারা উন্নতি করিতে সক্ষম হই, কিন্তু বল, বুদ্ধি অথবা ধন ইহারদিগের মধ্যে কাহাকেও লইয়া যদি আমরা সাধারণের উপকার ব্যতীত মন্দ করিতে বাঞ্ছিত হই, তবে জগৎ পিতা আমারদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকারে ক্লেশ দিবেন, ইহা সকলে মনে রাখিবে।

সংখ্যা ৬। অদ্যকার পত্রে আমার বন্ধুদিগকে সাহস যে এক বস্তু তাহা যাহাতে উৎপত্তি হয়, তাহার বিশেষ কথা লিখিতেছি, সকলে মনোযোগী হইবে।

সাহস ও ভয়, এই দুই হারা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ হইয়াছেন, কারণ ভয় থাকিলে সাহস থাকেনা এবং সাহস থাকিলে ভয় থাকেনা, সাহসের উৎপত্তি তখন হয়, যখন জগদীশ্বরকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া জানাযায়, এবং ভয়ের উৎ

পত্তি তখনি হয়, যখন আমরা আপনাকে কর্ত্তা অভিমান করিয়া থাকি, যথা

কোন ব্যক্তি যদি রিপু বশীভূত হইয়া কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছাকরে, এবং ঐ কর্ম্ম সাধনে প্রাণ দণ্ড, অপমান, দেহেরক্লেশ ইত্যাদির ভয় থাকে, সে ভয় দূর হয়, আর যখন জগদীশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক ইত্যাকার বোধ তাহার বুদ্ধিতে উদয় হয়, তবে উক্ত কর্ম্ম করিতে সাহস হয়, কিন্তু অসৎকর্ম্ম করণের যে বিপরীত ফল তাহা পরমেশ্বর অবশ্যই দেন, ইহা তোমারদিগকে আমার পত্র মধ্যে জ্ঞাত করিয়াছি।

অতএব, যদ্যপি কেহ কোন উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহ, এবং ঐ কর্ম্মে নানা প্রকার বিঘ্ন হইবার সম্ভব থাকিলে তত্তৎ কর্ম্ম করণে আপনি কর্ত্তা বোধ করিবেনা, কারণ এমত বোধ করি

লে ভয় থাকে, আর পরমেশ্বর তৎকার্য্য পূর্ণাপূর্ণ করিবার কর্ত্তা আছেন এমত বোধ হইলে উক্ত কর্ম্ম করণে সাহস হয়, এবং কর্ম্মকর্ত্তা ঐ উত্তম কর্ম্ম সাহস করিয়া করে তাহা করিলে তাহার যে উত্তম ফল তাহা অবশ্য প্রাপ্ত হইবে, অতএব পরমেশ্বর সকল কার্য্যের সিদ্ধা সিদ্ধ করিবার কর্ত্তা হইয়াছেন এমত দৃঢ়তা জ্ঞানে তোমরা উত্তম কর্ম্ম করিতে সাহস করহ উত্তম ফল পাইবে। পরিবার কিম্বা আত্মবন্ধু দিগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ হওনের মূল কারণ আমার আগামী পত্রে প্রকাশ করিব, অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল।

সংখ্যা ৭। মনুষ্য সংসারাশ্রমে থাকিয়া অভিমানী হইলে সকলের সহিত বিচ্ছেদ ও বিবাদ হওনের সর্ব্বক্ষণ সম্ভব এনিমিত্তে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে কখন কাহা

রো সহিত বিবাদ বা বিচ্ছেদ হইতে পারিবেনা, অভিমানের বিশেষ কথা তোমারদিগকে জ্ঞাত করিতেছি বিলক্ষণ করিয়া সকলে বুঝিবে।

অভিমান দুই প্রকার হয়, সামান্য ও প্রকৃত, সামান্য অভিমান তাহাকে কহি যখন প্রেমীরঅপরাধ পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহারদিগের সহিত প্রণয় থাকে তাহারা যদি কোন অপরাধের কর্ম্ম ভ্রান্তিক্রমে করে কিম্বা অলৌকিকতা ব্যবহারে প্রবর্ত্ত হয় তাহা শুনিয়া বা দেখিয়া আপন মনে অভিমান করিয়া দুঃখী হওয়া অথবা প্রেমী যদি পরিহাস্য ছলে কটু কষায়ণ কহে তাহা শুনিয়া মনে বিসম্বাদ আনা ইত্যাদি প্রেমীকের সামান্য ত্রুটিতে বিমর্ষ হওয়া তাহার নাম অভিমান ইহা সর্ব্বক্ষণ কেহ করিবেনা ইহাই বিচ্ছেদের মূল জানিবে,

কারণ উক্ত অভিমান যাহার উপর সর্ব্বদা করিব সে ব্যক্তি প্রণয়ে সুখ পাইবেনা এবং উত্তর ২ অন্তরে অন্তর করিবে, তবে যেখানে মানের আদর আছে সেখানে সময়ানুসারে অভিমান করিলে করিতে পারাযায়, প্রণয়ে কিছু অভিমান প্রকাশ না করিলে মান বাড়েনা, কিন্তু সর্ব্বদা করিলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে। প্রকৃত অভিমান অন্যাপেক্ষা উত্তম ভোজন পরিধান ইত্যাদি নানাবিধ ভোগ করিব, আমি রূপবান, গুণবান, বলবান, ধনবান, হইব, বাহুল্য কর্ম্ম করিলে লোকের দ্বারা মান বাড়িবে, এবং লোকে বড় বলিবে; এ প্রকার অনিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হওনের বাসনা তাহার নাম অভিমান, অতএব এরূপ বাসনা যুক্ত হওয়া উচিত নহে কারণ এই আস্পর্দ্ধা করিতে ২ যদি আপন অপেক্ষা অন্যেকে শ্রেষ্ঠ দেখে

তাহা হইলে লজ্জিত হওত অপমান স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ অভিমান যেখানে অপমান সেখানে পদেং হয়, দেখ যদি কেহ অভিমান করেন্ যে সর্ব্বাপেক্ষা আমিই উত্তম উপদেয় খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া থাকি, ইতিমধ্যে অন্যেকে অথবা নিজ পরিবারের কাহাকে আপন অপেক্ষা উত্তম ভোজন করিতে দেখিলে চিত্তে অপমান বোধ হয় কি না, অভিমান হইতে ক্রোধের উৎপত্তি এইরূপে হয়, যেমন যিনি যে রূপ নিত্য আহার করিয়া থাকেন দৈবাৎ কোন দিন তাহার ন্যূন হইলে অথবা ভোজনের সময় বহির্ভূত হইলে তাঁহাকে এমত ক্রোধান্বিত করে যে তদ্দারা তিনি উপস্থিত অন্নকে নষ্ট বা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতে থাকেন, তথাপি ভোজন অভিমান ক্রোধকে

পরিত্যাগ করিতে পারেন না, অতএব এই রূপ অভিমান ও ক্রোধ কেবল দুঃখদায়ক হয়, ইহা কেহ করিবেনা ।

সংখ্যা ৮ । অদ্যকার পত্রে আমার বান্ধব দিগকে কিছু কর্ম্মের বিশেষ কথা কহিব এমত বাঞ্ছা করিয়াছি. অতএব তাহারা সকলে যদি ঐ সকল বিশেষ কর্ম্মের ভাব মনে রাখেন, তবে তাহারদিগের সকল কর্ম্মে মঙ্গল হইতে পারিবে ।

দেখ, এই সংসারে কর্ম্মের ধারা কত আছে, তাহার সংখ্যা করা যায়না, পরন্তু, ইতিমধ্যে ভাল ও মন্দ কর্ম্মের বিশেষ ভাব জানিবার এক সঙ্কেত আছে, তাহা তোমার দিগকে কহিতেছি, বিচার করিয়া বুঝিবে । ভাল কর্ম্ম করণ তাহাকে কহি, যে কর্ম্ম করিলে লোকের অন্তঃকরণে সুখের উদয় হয়, এবং আপনি মনে নির্ভয় থাকা যায়, মন্দ কর্ম্ম সেই হয়, যে কর্ম্ম করিলে লোকের মনে দুঃখ জন্মে, এবং

আপনার মনে ভয়ের উদ্ভব হয়, অতএব কি কর্ম্মে লোকে সুখী হইবে, এবং কি কর্ম্মেতেইবা দুঃ হইবে, ইহার বিচার যদি আমরা আপনার উপর সকল কর্ম্ম লইয়া পারিক্ষা করি, তবে অনায়াসে ক র্ম্মের ভাল ও মন্দ জানিতে পারি, যথা

যদি কেহ আমারদিগকে কোন অপমানের ক থা কহে, তবে আমারদিগের মনে দুঃখ হইতে পা রে, অতএব অপমানের কথা কাহাকে কহা সে ম ন্দ কর্ম্ম করা হইবে, কারণ অপমানের কথা যা হাকে কহিব তাহার মনে অবশ্য দুঃখ হইতে পা রিবে ইহাতে সন্দেহ কি।

যদি আমারদিগকে বিনা অপরাধে কেহ প্র হার করে, তবে আমরা তাহাতে অবশ্য দুঃখী হইতে পারি, অতএব অন্য কাহাকেও বিনা অপরাধে দণ্ড করা সে মন্দ কর্ম্ম, বরঞ্চ অপরাধীকে ক্ষ

মা করিতে পারিলে সে উত্তম কর্ম্ম করা হয়, কারণ কোন্ অপরাধের কোন্ দণ্ড তাহা যথার্থ কেবল জগদীশ্বর জানেন, এ নিমিত্তে জ্ঞানবান ব্যক্তি অপরাধিকে ক্ষমা করেন্, কি জানি অপরাধ অপেক্ষা যদ্যপি দণ্ড অধিক হয় তবে জগৎপিতা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার দণ্ড করিবেন ।

অন্যের স্ত্রী ভগিনী ইত্যাদির সহিত মন্দভাবে হাস্য পরিহাস্য ইত্যাদি যদি কেহ করে, কিম্বা করি তবে সেই পরিবারে সকলের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, কারণ আমারদিগের পরিবারের সহিত যদি কেহ ঐ রূপ পরিহাস করে, তবে আমারদিগের চিত্তে কেমন দুঃখ হয়, তাহা সকলে মনে বুঝিয়া দেখহ; অতএব অন্য কাহারো পরিবারের সহিত মন্দ ভাবে কখন কেহ কথোপকথন করিবেনা, ইহা মন্দ কর্ম্ম, এই প্রকার আপনার প্রতি যে স

কল কর্ম্ম হইলে মন্দ বোধ হইবে, সেই কর্ম্ম অ
ন্যের প্রতি করিলে মন্দ কর্ম্ম করা হইবে, এবং সে
ই কর্ম্মে জগৎপিতা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা সক
লে মনে বুঝিয়া দেখিবে ।

আমার দিগকে যদি কেহ মিষ্ট বাক্য কহে
তবে আমরা তাহার প্রতি অবশ্য তুষ্ট হইতে পা
রি, অতএব মিষ্ট বাক্য কহিয়া সকল কে তুষ্ট
করহ ইহা উত্তম কর্ম্ম ।

আমার দিগের সহিত যদি কেহ অকপট
রূপে ব্যবহার করে, তবে আমরা তাহার প্রতি অ
বশ্য তুষ্ট হইব, এবং তাহাকে বিশ্বাস করিতে
পারিব, অতএব অকপট রূপে লোকের সহিত
ব্যবহার করা সে ভাল কর্ম্ম, পরন্তু কপটী জনে
র সহিত অকপটে ব্যবহার করিবার এক যুক্তি
আছে তাহা পশ্চাৎ কহিব ।

কেহ যদি আমারদিগকে দয়া করে তবে আমারদিগের ম

নে কি প্রকার আহ্লাদ ও ভরসা জন্মে তাহা সকলে বু

ঝিয়া দেখিবে অতএব দয়া সকলের প্রতি করা এউত্তম

কর্ম্ম, ইত্যাদি যে২ কর্ম্মে আপনি তুষ্ট হইব সেই সকল

কর্ম্ম অন্যের প্রতি করিলে অবশ্য তাহারা সন্তুষ্ট হ

ইবে, অতএব অন্যে যে কর্ম্মে তুষ্ট হইবে সেই কর্ম্ম

ভাল জানিবে, ইহা করিলে পিতা তুষ্ট হইবেন।

এই প্রকার ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্ম্ম করি

তে তোমারদিগের প্রবৃত্তি হইবে, যদি তোমরা মনে

নিশ্চয় করিয়া জান যে জগদীশ্বর সর্ব্ব ঘটে অন্তঃ

র্যামী রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, কারণ কোন বিষ

য় যদি গোপনে কেহ করিতে চাহ এবং জগদীশ্ব

র অন্তরে অবস্থিতি আছেন এমত মনে স্মরণ কর

তবে তৎক্ষণাৎ মনে হইবে, " সকলকে গোপন করি

য়া কর্ম্ম করিব " কিন্তু পরমেশ্বরকে গোপন করিতে

কি প্রকারে পারি, বিশেষতঃ আমারদিগের মন্দ কর্ম্মের যথার্থ প্রতিফল দাতা যিনি হইয়াছেন তিনি কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বাহ্নে মনের সকল গোপন জ্ঞাত আছেন; অতএব কুকর্ম্ম করিতে যদিও মতি থাকে তবে মন কুকর্ম্ম করণোদ্যোগ করিতে লজ্জিত ও ভীত হইবে, এবং মনকে কুকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি যে সকল রিপুগণে দিবে মনের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ হইলে তাহারা দমন হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, যদি কাহারো সন্দেহ হয় তবে তেঁহ পরিক্ষা করিয়া দেখিবেন।

সাংসারিক ব্যাবহার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের বিচার করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিবে তাহাতে তোমারদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে, অন্তঃকরণ নির্ম্মল না হইলে কোন কর্ম্মের ফল বিশিষ্ট রূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা, ইহা সকলে দৃ

ঢ় করিয়া জানিবে ।

যদি বল বিষয় কর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে চাতুরী করিতে হয়, উত্তর, যাহাতে লোকের মন্দ হইবেএমৎ জানিয়া চাতুরী করিলে অন্তর্যামী পুরুষের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, আর যদি অন্যের মন্দ না হয় এমত মনে করিয়া চাতুরী কর তবে সেই চাতুরী যে করে তাহাকে সু চত্তর কহাযায় ।

সংখ্যা ৯ । আমি অদ্যকার পত্রিকায় তোমার দিগকে অন্য কোন কথা লিখিতে মনস্থ করিলামনা কেবল যাহাতে আমরা আমার দিগের সপরিবার সহিত এবং আত্ম বন্ধু বর্গের সহিত স প্রণয়ে থাকিয়াও তাহার দিগের প্রিয়তম হইয়া দেহ রাজ্যে সুখে রাজত্ব [illegible]রি যদবধি উহা স্থায়ি থাকে, এমৎ কিঞ্চিৎ যুক্তি তোমার দিগকে উক্তি কারণ স্থির করিয়াছি, যদ্যপি তোমরা তদুক্তি প্রতি মনঃসং

যোগ পূর্ব্বক ও বিশিষ্ট রূপে শ্রবণ পরায়ণ হও, তবে যাহা কহি তাহা করিতে ইচ্ছা হইবেক।

উক্ত প্রকার প্রণয় রাখিতে তিন বস্তু আবশ্যক করে, অর্থাৎ স্নেহ, মান্যতা, এবং ঐক্যতাঃ এই বস্তু ত্রয় যে স্থানে রক্ষিত হয় সে স্থানে জগৎ পিতা স্বয়ং বল, বুদ্ধি, ও ধন দ্বারা আনুকূল্যতা প্রকাশ করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠদিগের আবশ্যক কর্ম্ম যে তাঁহারা কনিষ্ঠ দিগের প্রতি অকপট চিত্তে স্নেহ করেন, এবং তদনুরূপে কনিষ্ঠদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগকে গুরু জন ও বয়ঃ জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করেন, ইহা করিলে উভয়ের সহিত উভয়ের প্রণয় থাকিবে, কারণ স্নেহ এবং মান্যতা পরস্পর উভয়ে উভয়াধীন হয়, এক না থাকিলে অন্য থাকিতে পারেনা; যথা

জ্যেষ্ঠ যদ্যপি কনিষ্ঠকে স্নেহ করেন্ ও কনিষ্ঠ জ্যে
ষ্ঠকে ভক্তি ও মান্য না করেন্, তবে জ্যেষ্ঠের স্নেহ
ভাব থাকিতে পারেনা, ক্রমশঃ স্নেহ হ্রাস হইয়া
ক্রোধের উদয় হয়, ঐ রূপ কনিষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠকে
যথোচিত ভক্তি ও মান্য করেন এবং পশ্চাদু
ক্ত স্নেহ পূর্ব্বোক্ত প্রতি প্রকাশ না করেন্, তবে
তাহার মান্য করাও ক্রমে দূরস্থ প্রাপ্ত হয় এবং
জ্যেষ্ঠঃ প্রতি দ্বেষ বুদ্ধি উদয় হয়, এরূপ ঘটনা
হইলে সুতরাং উভয়ে প্রণয়াভাব হয়, যে প্রণয়
আমারদিগের পরম সুখ হইয়াছে, ইহা যে জা
নে সেই জানে। স্নেহ মান্যের এমত গুণ, য
দি অপর কোন ব্যক্তিকে মান্য করাযায়, সে অ
বশ্য স্নেহ করিবে, ঐ প্রকারে স্নেহ করিলেও
মান্য করিবে।

স্নেহ এবং মান্যতা যাহার যাহাকে অর্শে উ

ভয়ের সমতা থাকিলে যদি ঐক্যতা না থাকে তবে স্নেহের এবং মান্যের অবশ্য তরতম বলিতে হইবেক। ঐক্য, স্নেহ, মান্যতার প্রতিপালক হয়, দেখ, যে স্থানে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, স্নেহ ও মান্যতা উভয় প্রতিপাদক হয়েন, এবং তন্মধ্যে যদি কেহ কোন কর্ম্ম ঐক্য না হইয়া করেন ও তাহাতে কোন মন্দ হয়, তবে জ্যেষ্ঠ ঐ কর্ম্ম কর্ত্তা হইলে কনিষ্ঠ তাহাতে দুঃখী হইয়া কোন সাহায্য জ্যেষ্ঠকে করিতে যত্নবান হইতে ইচ্ছা করেন না, মনে অভিমানী হইয়া যদ্যপি স্পষ্ট রূপে কহিতে না পারেন, তথাপি পরম্পরায় কহেন, "আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন"; এবং ঐ রূপ কনিষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তা হইলে জ্যেষ্ঠ কহেন "তুমি ছোট হইয়া বড়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্ত হও"; অতএব জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের উভয়ের কর্ত্তব্য ঐক্যতা দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করা,

তাহাতে শুভ কিম্বা অশুভ যদি দৈবাৎ কিছু ঘটনা হইলে কেহ কাহাকে দোষী করিতে পারেন না। আর দেখ ঐক্যতা এমত বস্তু যে ঐক্যতা থাকিলে শত্রুবর্গে কিছুই করিতে পারেনা, যেমত এক খে সূত্র যে সে অনায়াসে খণ্ড২ করিতেপারে, কিন্তু ঐ সূত্র দশ খে একত্র করিলে তাহাকে খণ্ডকরিতে কেহ বিনা আয়াসে পারেনা। স্বপরিবার সহিত এবং আত্ম বন্ধু বর্গ সহিত ব্যবহার করণে অনেক ভিন্নতা আছে, ইহা আমার আগত পত্রে তোমারদিগকে জ্ঞাত করিব।

সংখ্যা ১৭। গত দিবসের পত্রিকায় অঙ্গীকার প্রমাণ অদ্য আমি স্ব পরিবার সহিত ব্যবহার করিবার বিশেষ কথা কহিতেছি, সকলে মনোযোগ করিয়া শুনিবে। যে পরিবারে সহোদরে ও বৈমাত্র ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠ ও

খুল্ল তাত স্বপুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি সকলে এক
ত্রে থাকিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পশ্চাৎ উক্ত
বিশেষ কথা স্মরণ রাখিলে অনায়াসে পরস্পর
প্রণয়ের সহিত থাকিতে পারেন, সহোদর ও
আপনি পৃথক্ জ্ঞান না করিয়া এক অঙ্গ বোধ
করিবেন কারণ পিতার ঔরসে এবং মাতার গ
র্ভে উভয়েরি উৎপত্তি হইয়াছে। বৈমাত্র, জ্যে
ষ্ঠ ও খুল্লতাত পুত্রেরা যে বীজ পুরুষ গণিত
করিয়া ভ্রাতা হইয়াছেন, সেই বীজ পুরুষ হইতে
আমার দিগের সকলের উৎপত্তি, ইহাতে কোন বি
শেষ নাই, কেবল উদর ভিন্ন মাত্র, দেখ, পিতা,
জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাত, ইঁহারা এক অঙ্গ, এ নিমি
ত্তে পিতাকে যে রূপ ভক্তি ও মান্য করিতে হয়,
সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাত দিগকে ভক্তি ও মা
ন্য করিতে হইবে।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর পুত্র এবং আপন পুত্র এই তিন এক জানিবেন, কারণ সহোদর ও আপন অঙ্গ যদি এক হয় তবে ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বপুত্র বিভিন্ন; তা কি, যথা আপনার দুই পত্নী যদি থাকে, এবং তাহারদিগের গর্ভে আপন ঔরসে সন্তান উৎপত্তি হইলে উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ করা যায়, সেই রূপ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের ঔরসে তাহারদিগের স্ব২ পত্নী গর্ভে যেযে সন্তান উৎপত্তি হইবে সেও আপনারি সন্তান জ্ঞান করিবেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ তুল্য ভক্তি ও মান্য করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ প্রতি(পিতার যদ্রূপ পুত্রের প্রতি)স্নেহ তদ্রূপ হয়, ঐ প্রকার কনিষ্ঠেরও জানিবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ পত্নী দিগকে মাতৃ তুল্য জ্ঞান করিতে হয়, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী দিগকে কন্যা

তুল্য জ্ঞান করিতে হয়, কারণ জ্যেষ্ঠকে পিতা তুল্য জ্ঞান করিলে তাঁহার পত্নীকে মাতা তুল্য অবশ্যই জ্ঞান করিতে হইবেক, এবং কনিষ্ঠকে পুত্রবৎ স্নেহভাব করিলে তাহার পত্নীকেও কন্যা ভাব করিতে হইবে, এই রূপ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পিতৃব্য পত্নী দিগকে এবং পিতৃ শ্বসা দিগকে মাতা জ্ঞান থাকিবে, সহোদরা এবং খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাত পিতৃ শ্বসা-দিগের কন্যা পুত্রের পুত্র কন্যা গণকে ঐ প্রকার বিচার করিয়া স্নেহ ও মান্য করিতে হয়, এরূপ সূক্ষ্ম বোধ সকলে পরিবার প্রতি রাখিয়া ধৈর্য্যাদি বন্ধুগণ লইয়া কর্ম্ম করিলে সেই পরিবার প্রণয়ে থাকিতে পারে, অতএব এ প্রকার বোধ সকলে রাখিবে এবং ধৈর্য্যাদি বন্ধু বর্গের সঙ্গ করিতে যেমত আমার পঞ্চম পত্রে উক্ত আছে সকলে-নিত্য অভ্যাস করিবে।

সংখ্যা ১১ । গত পাত্রে সহোদর ইত্যাদি মাহারা যে প্রকার বস্তু হয়, এবং যাহার সহিত যে প্রকারে যেমত ভাব রাখিতে হয় তাহা তোমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিয়াছি, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ দিগের স্নেহ কনিষ্ঠেরদের প্রতি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তাহার সবিশেষ লিখিতেছি সকলে অবগত হইবে ।

জ্যেষ্ঠ আপন কনিষ্ঠের বিদ্যাভ্যাস যাহাতে হয় এমত চেষ্টা অবশ্য পাইবেন, কেবল মৌখিক চেষ্টা করিলে হইবেনা, অন্তঃকরণের সহিত সাধ্য মতে চেষ্টা পাইতে হইবে, পরে না হয় সে পরমেশ্বরেচ্ছা তাহাতে জেষ্ঠ লোকত ও ধর্ম্মত দোষী হইতে পারেন না ।

কনিষ্ঠের বিদ্যাভ্যাস সময়ে জ্যেষ্ঠ তাহার ব্যাঘ্র তুল্য হইবেন অর্থাৎ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে দেখিবা

মাত্র সশঙ্কিত হয় আজ্ঞার অন্যথা না করে, পরে বিদ্যা অভ্যাস হইলে যখন বিষয় বোধ হইবে তখন জেষ্ঠ ক্রমশঃ তাহার সহিত সখ্যভাব করিতে চেষ্টা পাইবেন অর্থাৎ মনের কথা কৌশলের দ্বারা কনিষ্ঠকে জ্ঞাত করিবেন, তাহা করিলে কনিষ্ঠের মনের কথা পাইবেন ও তাহার মনে যখন যে ভাবোদয় হইবেক তাহা জ্যেষ্ঠ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং তাহাতে চিরদিন বশীভূত রাখিতে পারিবেন, বিশেষতঃ ভ্রাতাদিগের; ভ্রাতুষ্পুত্র দিগের এবং ভগিনী পুত্র দিগের সহিত সখ্যভাব না রাখিয়া আর কাহার সহিত রাখা যাইবে, এবং এমত বিশ্বাস আর কাহাকে করা যাইতে পারে। যে কনিষ্ঠের বিদ্যাভ্যাস ভাল না হইবে এবং অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম হইবেন তাহার যদি জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি ও মান্যতা

থাকে তবে জ্যেষ্ঠ তাহাকে সদ্বিদ্বান কনিষ্ঠের ন্যায় সম ভাবে স্নেহ করিবেন, কারণ বিদ্যাভ্যাসের যে গুণ তাহা তাহাতে আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

এই প্রকার আত্ম বন্ধু জনের সহিত যাহারদিগের প্রণয় নাই তাহারদিগের সহিত তোমরা কেহ প্রণয় করিতে সাহস করিবেনা, কারণ আপন বস্তু যে স্থানে পর হইয়াছে সে স্থানে পর আপন হইবে ইহার সম্ভাবনা কি, তথাচ তোমারদিগের সুব্যবহার তাহারদিগের সহিত করিতে ত্রুটি না হয়।

ভাই২ ইত্যাদি সকলে পৃথক২ থাকিলে অপ্রণয় হয় এমং নহে, কারণ মনের ঐক্যতা, স্নেহ ও মান্যতা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ের উভয়োপরি থাকিলে তাহাকেই প্রণয় কহাযায়, অতএব এপ্রকার স্নেহ, মান্যতা রাখিয়া যে যেখানে থাকিবে তাহাতে ধর্ম্ম হানি হইবেনা, এবং প্রণয়ও যাইবেনা, পরন্তু একেত্রে

থাকিলে স্বল্প উপার্জ্জনে অধিক প্রতুলতা হয়, পিতৃ মাতা বর্ত্তমান থাকিলে তাহারদিগের চক্ষের সুখ জনক হয়, এবং কনিষ্ঠ আপন উপার্জ্জন জ্যেষ্ঠকে দিলে জ্যেষ্ঠের মনে অতিশয় প্রীতি জন্মে ও লোকে তাহা দেখিয়া উভয়কে ধন্যবাদ দেয়।

সহোদর, জ্যেষ্ঠ ও খুল্লতাত পুত্র দিগের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র দিগের সহিত পৃথক্ হইবার প্রধান কারণ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন, আমারদিগের স্ত্রী লোকেরা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমরা যদি বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ ঘটনার কারণীভূতা স্ত্রীলোকদিগের যে হেতু আছে তাহা পুর্ব্বাহ্নে আমারদিগের কৌশলক্রমে জন্মাইতে না দেই, কদাচ বিবাদ কিম্বা পৃথকতা তবে হইতে পারেনা, ইহার বিশেষ কথা আমার আগত পত্রে তোমারদিগকে কহিব।

সংখ্যা ১২। গত পত্রে তোমারদিগকে কহিয়াছি যে আমারদিগের স্ত্রী লোক হইতে আমারদিগের আপ্ত বিচ্ছেদ হয়, ইহার তিন কারণ আছে, হিংসা, আত্মবন্ধু প্রতি পালন এবং লম্পট দোষ।

হিংসা। দেখ, আমারদিগের পত্নী দিগকে অন্য গৃহস্থের সংসার হইতে বিবাহ করিয়া আনাযায়, আমারদিগের সহোদর ইত্যাদির উপর যে স্বাভাবিক স্নেহ আমারদিগের থাকে তাহা ইহারা কিছুই জানিতে পারেনা, কেবল আপন পতির প্রতি স্নেহ স্বাভাবিক হইতে পারে, কারণ বিধাতা তাহারদিগের অর্দ্ধাঙ্গ পতিকে করিয়াছেন, তবে ইহারদিগের স্নেহ ও মান্যতা গ্রহণ করিতে আমারদিগের কিছু বিশেষ বিবেচনা করা চাহি, এতদর্থে ভাই ভাই একাঙ্গ যাহারদিগের জ্ঞান আছে এবং সকলে একত্র থাকিতে বাঞ্ছা করেন তাহারদিগের আ

বশ্যক কর্ম্মের ব্যাখ্যা নিম্নে কহিতেছি, সকলে মনোযোগ করিয়া শুনিবে ।

যে সংসারে চারি কিম্বা পাঁচ ভাই একত্র থাকেন এবং ইতি মধ্যে কেহ অধিক উপার্জ্জন করেন, কেহ স্বল্প, কেহ বা কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন না, অধিক উপার্জ্জন কর্ত্তা সকলের প্রতি স্বীয় প্রকৃতি সমভাব রাখিবেন, কারণ তেঁহ যদি সকলের প্রতি সমভাব না রাখিয়া আপন ভার্য্যাকে অধিক অলঙ্কারাদি দেন, তবে আর আর ভ্রাতার পত্নী দিগের মনে হিংসা জন্মিতে পারে এবং ঐ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, স্ত্রীলোকেরা আপন ২ পতি লইয়া আপনি কর্ত্রী হইবে যে এক বড় অভিলাষ তাহারদিগের মনে জাগিতে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সূত্র পাইলেই আর ভিন্ন হইবার চেষ্টা পাইতে বিলম্ব করেনা, এপ্রযুক্ত

আপনারা আপন ২ পতিকে ধিক্কার দেন এবং কহে ন যে এসংসারে থাকিতে কড় লজ্জাকরে স্থানান্তরে থাকিয়া যদি শাক অন্ন খাই সেও ভাল, এই প্রকার তাঁহারদিগের যে সকল অস্ত্র আছে তাহার দ্বারা পতি কে বশীভূত করিয়া স্বতন্তর হইতে চাহেন, এবং অল্প বুদ্ধি পতি যাহারা তাহারদিগের মনে ঐ প ত্নীর বাক্যে বিসম্বাদ আনিয়া সংসার হইতে অন্তর হন ।

আত্ম বন্ধু প্রতিপালন। দেখ আমরা যে রূ প আপনাদিগের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী দিগের প্রতিপালন করিতে বাঞ্ছাকরি ঐ রূপ আমারদি গের পত্নী সকলে তাঁহারদিগের পিতা মাতা ইত্যাদি র দুঃখ হইলে প্রতিপালন করিবার বাঞ্ছা করে, অতএব আমাদিগের উচিত তাহারদিগের বাঞ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয় তাহা সাধ্যানুসারে করি, এবং

ধর্ম্মতও করা উচিত বটে, কারণ যখন স্ত্রীর অ র্দ্ধাঙ্গ পুরুষ হয়েন তখন স্ত্রী আপন পিতা মাতা ও ভ্রাতা ইত্যাদির প্রতি যে রূপ স্নেহ, মান্য করে তদ্রূপ পতিকেও করিতে হয়, ইহাতে পরিবারে র মধ্যে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া বাধক হয় তবে ঐ পত্নী দুঃখিতা হইয়া সংসারে কলহ উপস্থিত করে, তৎপরে আপনার নিজ শস্ত্র দ্বারা পতি কে বশীভূত করিয়া আপন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভিন্ন হয়েন, অতএব এ রূপ হেতু উপ স্থিত হইতে না দিলে পরিবারের মধ্যে ঐক্যতা ছেদন কেন হইবে।

লম্পট দোষ। যদ্যপি পুরুষের লাম্পট্য দো ষ থাকে তাহা হইলে পত্নীর চিত্তে অসন্তুষ্টতা জ ন্মে, এবং সন্তুষ্টা হইবার উপায় করে, এনিমিত্ত পৃথক থাকিতে যুক্তি করিয়া সংসারে সকলের

সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করেন্ এবং ক্রমে সম য় পাইলেই ভিন্ন হয়েন, অতএব এই হেতু জন্মা ইতে না দিলে সংসারে সুন্দর রূপ ঐক্যতা থাকে, এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব, তোমরা বুদ্ধি যোগে বুঝিবে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে কাহারো যদি লাম্পট্য দোষ থাকে তবে সংসারে বিচ্ছেদ হইবার অসম্ভব কিছুই নহে।

স্ত্রী লোক দিগের শস্ত্রের কিছু বিশেষ কথা তোমার দিগকে জ্ঞাত করা আবশ্যক হয়, উহার দিগের ব্রহ্ম অস্ত্র শয্যায় পশ্চাৎ করিয়া সয়ন করা, অতএব এ শস্ত্র ধৈর্য্য বন্ধু বিনা আ র কেহ নিবারণ করিতে পারেনা, যদ্যপি ধৈর্য্য হইতে কেহ না পারহ তবে পত্নীকে তৎকালীন মৃদু মধুরভাষে তুষিয়া আপনি শস্ত্রে শস্ত্র নিবারণ ক রিবে, এসকল বিষয় আপন২ বুদ্ধি যোগে উহার

দিগের শস্ত্র নিবারণ করিয়া আপনং পত্নীকে সুখী করিয়া সংসারে কলহ নিবারণ করিতে হয় ইহা সকলে প্রবিধান করিয়া বুঝিবে ।

সংখ্যা ১৩ ।

অদ্যকার পত্রে তোমা দিগকে এক নূতন কথা কহিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, সে কথা শ্রবণে তোমারদিগের অবশ্য দুঃখ হইবে কিন্তু হাস্য করিতেও কেহ ক্ষান্ত হইতে পারিবেনা, অতএব ঐ বিষয়ে আমারদিগের দুঃখ না থাকে এমত কিছু উপায় তোমার দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে চাহি, তোমারদিগের যাহার যে মত তাহা পত্রের দ্বারা আমাকে জ্ঞাত করিবে ইহাতে অন্যথা কেহ করিবেনা, আমার যে মত তাহা এই পত্রে প্রকাশ করিতেছি ।

দেখ আমারদিগের পরিধান বিষয়ে বিশি

ষ্ট রূপে কোন একটা শৃঙ্খলা নাই তাহাতে আমার
দিগের বড় দুঃখ হইতে পারেনা, কিন্তু আমারদিগে
র একালের স্ত্রী লোক দিগের পরিধানের বিষয় দে
খিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জা হয়।

দেখ, আমারদিগের স্ত্রী লোকদিগকে
আমরা যে দীর্ঘ দশ হস্ত পরিমান বস্ত্র সরু পরি
ধান করিতে দিয়াথাকি কিন্তু ঐ বস্ত্র মোটা না হ
ইয়া যদি সরু হয় যাহা এইক্ষণে অনেক ভদ্রলো
কের স্ত্রী লোকেরা ব্যবহার করিতেছেন তাহা পরিধা
ন করিয়া তাহারদিগের পিতা, খুল্লতাত, ভ্রাতা ইত্যাদি
যে সকল আত্ম জনের সন্মুখে আসিবার সামান্য
রূপে লজ্জা থাকেনা, তাহারা আইলে যে সময় ঐ
সকল পুরুষকে পশ্চাৎ করিয়া যায় কিম্বা কোন
কার্য্য করে তখন তাহারদিগের পশ্চাৎ হইতে প্রা
য় সমস্ত অঙ্গের আভাস দেখাযায়, অন্য পুরুষে

রা দৈবাৎ যদি তাহারদিগের পশ্চাৎ ভাগ নিরীক্ষণ করেন তবে আপনাদিগকে অধোবদন করিতে হয়, কিন্তু তথাচ যাহাতে লজ্জার সহিত আর সন্দর্শন করিতে না হয় এমত মনোযোগ করিতে পারেন না, অধিকন্তু দেখ, যখন ঐ রূপ পশ্চাৎ হইতে স্ত্রী লোক দিগের অঙ্গ ছায়া আমারদিগের ভৃত্য ব র্গে অথবা অন্য কেহ দেখে তাহারা কি পর্য্যন্ত মনে সন্তুষ্ট হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবে, যতক্ষণ দৃশ্য হয় ততক্ষণ তাহারদিগের চক্ষের পলক পতিত হয়না, অতএব ধিক্ আমারদিগকে যে এ বিষয় আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহাতে নিবারণ হয় তাহার বিহিত করিতে যত্ন করিনা।

আমার মানস, দশ হস্ত পরিমান বস্ত্র যাহা আমারদিগের স্ত্রীলোক দিগকে পরিধান

করিতে দেই সেই বস্ত্র য়ারো কিম্বা তেরো হস্ত পরিমান দীর্ঘ করিলে ভাল হয়, কারণ ঐ বস্ত্র দুই ফের যদি পশ্চাতে দেয়, যেমত এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা যখন ধুতি পরিধান করে তখন তাহারা তাহারদিগের পশ্চাত হইতে শুদ্ধ যুক্তিতে আর এক ফের দিয়া পরিয়া থাকে, এবং তাহা হইলে ঐ রূপ অঙ্গনা দিগের অনায়াস লভ্য অঙ্গ দর্শণ সকলের হইতে পারেনা, এবং যুবতী যাহারা তাহারদিগকে এক কোরতা পরিধান করিতে দেওন অতি আবশ্যক, কারণ তাহারা এইক্ষণে যে রূপ বস্ত্র পরিধান করে তাহাতে তাহারদিগের কুঁচ দ্বয় বিশেষতঃরূপে দক্ষিণাঙ্গের স্তন সকলে দেখিতে পায়, প্রাচীনা যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারদিগকে আমারদিগের কোন উপদেশ দেওন সম্ভব হইতে পারেনা, কারণ পূর্ব্ব

কালের স্ত্রী লোক যত তাঁহারদিগের লজ্জার ভয় অ দ্যাবধি আছে, তাঁহারা পাতলা কাপড় কখন প রেন নাই, না পরিতে ইচ্ছা করেন, তথাচ ভর সাকরি, যদি কেহ সরু বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন তবে পরম্পরায় এই পত্রের অভিপ্রায় শুনিতে পাইলে তাঁহারাও আপনারাই ইহার বিহিত করিতে যত্ন করিবেন ।

যদ্যপি তোমারদিগের মধ্যে কেহ বলে ন, পূর্ব্বাপর যে রূপ হইয়া আসিতেছে তাহ এইক্ষণে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি; প্রত্যুত্তর, প্রয়োজন যাহা তাহা অগ্রেই কহি য়াছি, পূর্ব্বকালে এমত সূক্ষ্ম অর্থাৎ মিহি বস্ত্র পরিবার রীতি ছিলনা, এবং ব্যবহার বিষয়ে উত্তম যাহা হইবে তাহাই কর্ত্তব্য ছি ল, দৃশ্য মন্দ না হয়, এবং ধর্ম্মত হানি নাহয়

তাহা করিলে প্রশংসা বিনা কদাচ নিন্দা হইতে পারিবেকনা।

স্ত্রী লোকের বস্ত্র পরিধানের বিষয়ে প্রাচীন মহাশয়দিগ্যে উপদেশ দেওয়া আমারদিগের সম্ভবেনা, তবে নব্য যাঁহারা আছেন তাঁহারদিগকে অনুরোধ করা যাইতে পারে, আপন২ পত্নীকে সুশিক্ষা করাইলে ক্রমশঃ সচরাচর সকলের পরিধানের পারিপাট্য হইতে পারিবে।

সংখ্যা ১৪।

গত রবি বাসরীয় পত্রে স্ত্রী লোক দিগের পরিধান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি, তাহা আমার কোন বন্ধু আপন পত্নীকে কহিয়াছিলেন, এবং প্রত্যুত্তর যাহা পাইয়াছেন আমাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছেন, আমি সেই পত্র সকলের অবগত কারণ এই পত্র মধ্যে প্রকাশ করিতেছি।

বন্ধুর লিপি।

" মহাশয়ের ১৩ সংখ্যক পত্রের অভি
প্রায় আপন পত্নীকে জ্ঞাতসার করাতে পত্নী-
শ্রবণ করিয়া ক্ষণেক কাল সালজ্জিতা হইয়া
নিরব ছিল, তস্য পরে সহাস্য বদনে প্রত্যুত্ত
র করিলেক, "তুমি যে সকল ব্যাখ্যা আমারদিগের
পরিধান বিষয়ে করিলে, সে সকলি সত্য বটে, কিন্তু
অপরাধী আমারদিগকে করিতে পারিবেনা, কা
রণ এ সকল পুরুষের দিগের দোষ, দেখ, যে
নারী সুশ্রী হইবেক, সে আপন পতি যাহাতে স
ন্তুষ্ট থাকে তাহারই অনুধাবন করিয়া থাকে,
আমারদিগের সরু বস্ত্র পরিধান করিবার তাৎ
পর্য্য কেবল তোমারদিগকে তৃপ্ত করিবার জন্য;
সে যাহাহউক, আপনারা যে বস্ত্র পরিধান ক
রিয়া থাকেন তাহাতে আপনকার দিগের সমস্ত

গুপ্ত ধন সকলে অনায়াসে দর্শন পায়, এবং
আপনারা কোন একটা লজ্জার ভয় করিয়া থা
কেন? ঐ মিহি বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনা
রদিগের ভগিনী ইত্যাদির সম্মুখে আসিয়া
কথোপ কথনাদি করেন, তাহাতে কি তাঁহারা আ
অপনকার দিগকে মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে
উপদেশ দেন! আপনারা চিত্ত মধ্যে সুখী
থাকিবেন তাহাই আমরা করিব, অধিকন্তু আ
মার দিগের নিবেদন এই, যে তোমার দিগের
ধন যদি কেহ দেখে তবে আমার দিগের
অত্যন্ত লজ্জা হয়, এ নিমিত্ত আপনারা মি
হি বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনং কন্যা, ভগি
নী, ও গুরু জন সম্মুখে আসিবেন না! অধিক
কি কহিব"।

আমার অপর এক বন্ধু আপন পত্নীকে

পরিধান বিষয়ে উপদেশ দেওয়াতে প্রত্যুত্তর যা হা পাইয়াছেন তাহা তোমারদিগের সুগোচরার্থ লিখিতেছি ।

" মহাশয়, পত্রের অভিপ্রায় আপন স্ত্রীকে কহিলাম, তদুত্তরে পত্নী কহিলেক ভাল আমারদিগের পরিবার ছুতো ধোত্তে হবেনা, আপনারা যে মিহি বস্ত্র পারো এবং যে পরি- বার ধারা উঠিতে বসিতে অমৃত কোষ দেখা- যায়, আপনাদিগের সুখ পক্ষির ডিমটী আ গে ঢাক, তবে আমাদিগকে কহিও " ।

এই যে প্রত্যুত্তর স্ত্রী লোকেরা দিয়াছে সে অতি যথার্থ, পুরুষ দিগের মিহিবস্ত্র- পরিধান করা তাহাও নিলর্জ্জেয় কর্ম্ম বটে, অতয়েব আমারদিগের বন্ধু বর্গের প্রতি নিবেদন, যাহারা সরু কাপড় পরিধান করিতে চাই তবে

উরু ঢাকা একটা কোরতা কিম্বা চাপকান পরিবে, নচেৎ মোটা কাপড় পরিলে ভাল হয়।

পরিধানের বিষয়ে হিন্দুস্থানী স্ত্রী লোক দিগকে প্রশংসা করা যাইতে পারে, কারণ তাহারদিগের বস্ত্র দীর্ঘে প্রস্থে ছোট থাকেনা, এবং পরিধানের কৌশল এমত উত্তম যে বাতাসে উড়িয়া অসম্মান হয়না, বঙ্গ দেশীয় নবীন পরিধানের মত উলঙ্গ দেশীয় দিগের সহিত বিভিন্ন কিঃ কিঞ্চিত পবনের সাহায্য পাইবার অপেক্ষা, হিন্দুস্থানের রীত দেখ, একেতো পরিধেয় বস্ত্র চরণ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত আবৃত থাকে, দ্বিতীয় গাত্র বস্ত্র উড়নী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ এমত ঢাকা থাকে যে অঙ্গের বর্ণ পার্য্যন্ত দেখা যায়না, কাহারো প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল দুইটি চক্ষু নিরীক্ষণ হয় মাত্র।
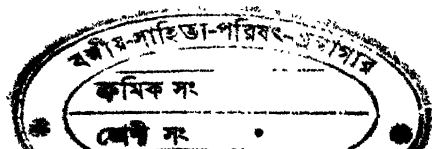
এক্ষণে আমার পূর্ব্ব উপদেশের বিরুদ্ধে যে সকল মহাশয়েরা পূর্ব্বপক্ষ করিয়া লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তদুত্তরে আমার যেযে অভিপ্রায় উদয় হইয়াছে, ধারা বাহিক লিখিতেছি, ইহাতে আমার নব্য সম্প্রদায় দিগের বিশেষ উপকার হইবে ।

পরম প্রিয়বর পদার বিন্দ বন্দিত শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায় সম্পাদক মহাশয় কমলানুগ্রহেষু ॥

পরম পদ দর্শিত জন সেবিত শ্রীপদারবিন্দ বাঞ্ছিত শ্রী চক্রবর্ত্তী জন্ম জন্মার্জ্জিত পাতক নিবারণ নিমিত্ত পদানত পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ, তোমার সৌভাগ্য প্রকাশার্থে শত গুণাবলম্বিত প্রকৃতির পরমানন্দে বিশ্রামে তবাশ্রয়ে বিরাজমান তন্মেতে অত্রানন্দ পরং । পরে নিবেদন ম

হাশয়ের লিপি দৃষ্টে অবগত হইলাম, আপনি আ
ত্ম বন্ধুর দিগের সৌভাগ্য অর্থ সামর্থ ও পরমার্থ
অভিলাষী হইয়া পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা জ্ঞানোপ
দেশ প্রদান করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহাতে
অত্যাহ্লাদিত হইলাম। লিপি করিয়াছেন "উন্নতি
করা উচিত তাহা হইলে বল প্রাপ্ত হইবেক, এ
বং ঐ বলেতে রাজকার্য্য সমাধা অবলীলা ক্র
মে হইতে পারিবে" কিন্তু আমার বিবেচ
নায় স্থির হইতেছে যে ইহাতে আমার বান্ধবদি
গের প্রতুল হইতে পারিবেনা, কারণ যে শস্ত্র দ্বা
রা আমরা স্বকার্য্য সাধন করি অধিক বল হইলে
তাহাকে নষ্ট করিবেক, অর্থাৎ "বুদ্ধির্যস্য বলং
তস্য" অতএব যাহার বুদ্ধি বল আছে তাহার
অন্য বলে প্রয়োজন কি! এতদ্ভিন্ন শুনত আছি
বলেতে বুদ্ধি নষ্ট করে, অতএব যে বুদ্ধি বৃদ্ধির

নিমিত্ত আমরা নানা প্রকার উপায় ও যত্ন করি
তেছি তাহার নষ্ট কারী যে বল তাহার আশ্রয়
আমরা কি রূপে লইতে পারি? যথা, "বলাৎ
সংযায়তে ক্রোধ, ক্রোধে কর্ম্ম বিনিশ্যতি" ইত্যাদি,
কিন্তু তবেও বিষয় মান্য হইতে পারে যদিস্যাৎ
আপনি কোন প্রাচীন প্রমাণ বা কোন মুনির
স্মৃত বচন বলের পোষকতা পক্ষে দিতে পারে
ন, কারণ যেযে বিষয়জ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশ ক
রেন প্রমাণ ভিন্ন অন্ত কল্প কদাচ করেননা,
আর অপ্রমাণের জন্য উপদেশ কেমন যে
মন বিষয় শূন্য নরবর, বারি শূন্য সরোবর,
বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি, কিমধিকং।

প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী বাবুজীর পত্রের মর্ম্মার্থ-

এই, যে বল্ শরীরে আছে তাহাতে স্বজকার্য্য স
কলি সাধনা হইতেছে, তবে শরীরে অধিক বল
করিবার প্রয়োজন কি! কিন্তু আমি যে রূপ ব
ল শরীরে উপার্জ্জন করিতে কহিয়াছি তাহার
কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত
তাহার এবং সকলের বিজ্ঞাপন কারণ কিঞ্চিৎ
বিশেষ কথা কহিতেছি।

শরীরে স্বাভাবিক বল হইতে উপায়
দ্বারা পরিশ্রম করিয়া দেহ সবল করণে অ
নেক ন্যূনাতিরেক আছে ইহা স্বচক্ষে দেখা
যাইতেছে।

দেখ, এই অপার সংসারে যে কি
ছু বস্তু পরমেশ্বর উৎপত্তি করিয়াছেন বা
করিতেছেন সে সকলি স্বাভাবিক কহা যায়,
পরন্তু ঐ সকল বস্তু লইয়া মনুষ্য আপ

নার আপনার পরিশ্রম দ্বারা নানাবিধ প্রকা
র দ্রব্যাদি গঠন করিয়া আপনার দিগের
ব্যবহার জন্য ন্যস্ত করিতেছেন, অতএব -
ডন্ দ্বারা শরীরে বল করিয়া শরীরকে সব
ল রাখা বিষয় ইত্যাদি ভোগের নিমিত্ত অ
তি সুযুক্তি, এবং অধিক শ্রম করিলেও দে
হ শ্রান্ত যুক্ত হয়না; কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধি ব
ল্ সাধনা না করিবেন দেহে বল্ সাধনা
করিতে তাঁহার দিগকে বলিতে পারিনা,
বরঞ্চ নিষেধ করি, কারণ মাঝি বিহনে
ডাঁড়িতে নৌকা বাহিয়া রক্ষা করিতে পারে
না, তরি সর্ব্বক্ষণ বিপদে থাকে, পরন্তু
বুদ্ধি বল যাহার দিগের আছে তাহার দিগের
বাহু বল অতি আবশ্যক করে, কারণ মাঝি
একাকী তরি চালাইতে বড় ক্লেশ যুক্ত হয়,

দাঁড়ি থাকিলে তরি উত্তমরূপে চলিতে পারে, এবং মাঝির অনেক বিষয়ে সাহার্য্যও হইতে পারে ।

উক্ত বাবুজী প্রাচীন প্রমাণ বল সাধনের বিষয়ে শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন, আমি আগত পত্রে ইশ্বর করিলে তাঁহার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিব, কিন্তু বিবেচনা করিয়া সকলে দেখিবেন, পূর্ব্বকালের প্রমাণ লইয়া বর্ত্তমান কালে সকল কর্ম্ম করা হইতে পারেনা, যে হেতুক পণ্ডিত সকলে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া সকল বিষয়ের বিধি ও নিষেধ দেন, দেখ; প্রাচীন কালে মহাশয়েরা যে সকল উপায় দ্বারা বল বুদ্ধি ও ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যাদি করত গত হইয়াছেন, সে সকল উ

পায় করিতে কি এক্ষণে আমারদিগের সাধ্য আছে? অতএব বর্ত্তমান কালে মানব জাতি যে সকল উপায় দ্বারা ঐ ত্রিতয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বরঞ্চ জিজ্ঞাশা করা আবশ্যক করে, দেখ, এতদ্দেশে এবং অস্মদাদির বাসস্থলে অনেক ভদ্র লোক যাঁহারা ডন্ মুদ্গর দ্বারা শরীর সবল করেন এবঞ্চ করিতে নিত্য অভ্যাস রাখেন, তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থাতেও সকল কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকেন, ইহা সকলে স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াও তৎপ্রমাণের প্রতিক্ষা কি নিমিত্তে করিতেছেন।

আর দেখ শরীর সবল রাখিতে যত্নবান হইলে শরীরের বল হরণের যে কিছু বিঘ্ন ঘটিত কার্য্য আছে তাহার জন্য বল কাণ্ডির

যত্ন হইবে ।

ত্রিপদী ॥

হরিষে হরিষ কয়ঃ করিমতি সবিনয়ঃ দিবাকর নামি পদ দ্বয়ে । তব পত্র তিন সংখ্যাঃ বল পক্ষে ন্যূন সংখ্যাঃ পুষ্টি হবে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে ॥ মনে হতেছে সংশয়ঃ বুঝিয়া তব আশয়ঃ পাঠ করি উক্ত পত্র পাতি । যাহে ব্যক্ত দুঃসাধ্যঃ পূর্ব্ব পুরুষ আরাধ্যঃ সারদ্ধার বস্ত যথা নীতি ॥ সঙ্কট সংশয় তাহাঃ ত্যজ্য করি পূজ্য যাহাঃ প্রচলিত বর্ত্তমান কালে । একালে শরীরে বল ঃ উপার্জ্জনে অমঙ্গল ঃ অবশ্য করিবে কোন কালে ॥ ইহার প্রমাণ দিব ঃ নাম লুব্ধ না করিব ঃ বুদ্ধিযোগে বুঝ অনুভবে । কত শত বুদ্ধিবান ঃ সকল বিদ্যা নিধান ঃ শান্ত দান্ত বলের প্রভাবে ॥ বৃদ্ধকলে বীর্য্যবান ঃ ভোগ শক্তি বর্ত্তমান ঃ যথা যু

ক্ত উক্ত তব পত্রে । ভোক্তা হয়ে উক্ত ভোগে ঃ
পুনঃ নব অনুরাগে ঃ কেঁচে বৈসে ফুঁ দিযে গাযে॥
কিছুকাল পোয়াবারো ঃ দশ পোয়া কচে বারো ঃ
শতের আঠার আড়ি মেরে । পরে পাঁচ দুই শাত
সন্ধ্যায় যোড়েনা ভাত ঃ বল সব পেটায় আসিমরে॥
মনে করে যাব ঘরে ঃ বল্যে যায় কারাগারে ঃ বল
বৃক্ষ গুণ অনুসারে কি কব বলের গুণঃ যে
হয় তাহে নিপুন ঃ অনায়াসে অলঙ্কার পরে ॥ অ
তএব নিবেদন ঃ বুদ্ধি বল্ উপার্জ্জন ঃ করি বাঞ্ছা
আছে যতোচিত । হয্যে কৃপা অবতরি ঃ শাস্ত্রো
ক্ত সংগ্রহ করি ঃ যাহে হয় করুণ বিহিত ॥

মহাশয় উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন
যাঁহারদিগের বুদ্ধিবল আছে তাহারদিগের ক
ল্পিত বল্ উপার্জ্জন করা আবশ্যক হয়, এবংক
য়েক উপমা দিয়াছেন কিন্তু আমি নিবেদন করিতে

ছি এবং পূর্ব্ব পত্রে কহিয়াছি, যাঁহারদিগের বু
দ্ধিবল আছে তাহারদিগের কল্পিত কলের প্র
য়োজনাভাব, যেমন যে যে কর্ম্মকারের বুদ্ধি
বল ও কলকৌশল জ্ঞান আছে তাহার গাবর
দরকার করেনা, আর বুদ্ধিবল প্রস্তুত নির্ম্মিত
বাটীর ন্যায় যাহাকে বেশুমার গাঁথুনি কহাযায়,
উক্ত পাত্রির পুষ্টি কারণ নিম্নভাগে পদ্যচ্ছ
ন্দে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, দৃষ্টি করিলে সন্দি
গ্ধতা ভঞ্জন হইবে ।

পয়ার । বুদ্ধি কীর্ত্তি করি আমি ক্রমেতে প্র
চার । সকল প্রধান মূল কারণ আধার ॥
বুদ্ধিবলে অগ্নিবৃক্ষে আমড়া আতা নোনা । ক
লম করে ডালেতে প্রকাশে গুণ পনা ॥ বে
লুনের সহকারে আরোহে আকাশে । ডাক্তর
অজ্ঞান করে দ্রব্য গুণ বাসে ॥ চাকাদ্বারা কুম্ভ

কার হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে । সেই চাকা সহকারে লোকে গাড়ি চড়ে ॥ এ প্রকার বুদ্ধি যোগে নানা কল করি । নানা কার্য্য সাধে লোক দেখনা বিচারি ॥ অতএব বুঝিয়া করুণ বিবেচনা । সকল কাহিনী আমি কহিতে পারিনা ॥ তবে যে কিঞ্চিৎ কহি সংসঙ্গেতে থাকি । জ্ঞাতগুরু মহাশয় যা থাকিল বাকি ॥

চক্রবর্ত্তী বাবুজী দ্বীতিয় পত্রে যে সকল দেহবল উপার্জ্জনের প্রতিবাদী হইয়া লিখিয়াছেন, ইহার প্রত্যুত্তর যাহা লিখিলাম সকলে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে ।

প্রত্যুত্তর ।

ত্রিপদি । বুদ্ধিবল্ যদি থাকে ঃ ধৈর্য্য বল্ দেহ তাকে ঃ দেহেবল্ করি বলবান । ভাসাও সুখ বরতরি ঃ কামাদিকে পরিহরি ঃ সংসার সা

গরে পাবে ত্রাণ ॥ কেনে এত ভীত হয়ে : সুযুক্তিরে ত্যাগিয়ে : দেহ চাহ রাখিতে দুর্ব্বল। বল বিনে বুদ্ধি একা : কি কব তার লেখা জোখা : কোথা বাগাইতে পারে কল ॥ যদি বল বুদ্ধি বল : অনায়াসে করে কল : তথাচ এ সকলে বুঝিবে। দেহ বল বিনা কল : বান ইতে টল মল : করে বুদ্ধি অক্ষম হইবে ॥ লিখি য়াছ যে প্রমাণ : কত শত বুদ্ধি মান : শান্ত দন্তে বলের প্রভাবে। বৃদ্ধ কালে বীর্য্যবান : ভোগ শক্তি বর্ত্তমান : যথা যুক্তি উক্তি মমভাবে ॥ ভোক্তা হয়ে উক্ত ভোগে : পুন নব অনুরাগে : কেঁচে বৈসেন ফুঁ দিয়ে গাত্রে। কিছু কাল গো য়া বারো : দশ পোয়া কচে বারো : তদুপরে গল্ কারাগারে ॥ এবম্ভূত বুদ্ধি যোগ : করে সখ্য অনুযোগ : করিতেছ কিসের কারণ। দেখ কৃষী

দেহী ক্ষত ঃ বৃদ্ধ কালে ভোগে রত ঃ নানা বুদ্ধি করিয়ে ধারণ ॥ যদি ভোগে নহে শক্ত ঃ তথাপি নহে বিরক্ত ভোগ দ্রব্য করয়ে রক্ষণ ; এসব কর্ম্মের ফল ঃ দোষী নহে দেহ বল ঃ ভেবে দেখ করি বিচক্ষণ ॥ অতএব যেই যুক্তি ঃ কহিতেছি শাস্ত্র উক্তি ঃ সকলের সুখের কারণ । হও তার অনুবৃত্তি ঃ হয়ে সবে শান্ত মূর্ত্তি ঃ ক্রমে সুখ দিবে দরশন ॥ থাকিয়া সংসার ধর্ম্মে ঃ নিয়োজিত দাস কর্ম্মে ঃ বল বিনা সাধিবে কেমনে । তপাদির বিধি অন্য ঃ জাননা যে ঐ জন্য ঃ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিনে ॥

তৃতীয় পত্র ।

ত্রিপদী । হরিষে বিষাদ হয়ে ঃ চক্র কহে সবিনয়ে ঃ মম পিতা নাম নামি আগ্নে । চতুর্থ পত্রেতে তব ঃ বল পক্ষে অসম্ভব ঃ অপ্রসিদ্ধ যুক্তি স

র্ব্ব অগ্রে ॥ দৃষ্টি করি শুদ্ধ চিত্তঃ ক্ষুদ্ধ হয়ে পুন পত্র ঃ লিখিতেছি কর অবধান । সংসর্গ যা দোষ গুণাঃ ভবন্তি ইতি প্রমাণাঃ কোন ক্রমে ইথে নাহি আন ॥

মহাশয় লিখিয়াছেন

" বুদ্ধি বল যদি থাকেঃ ধৈর্য্য বল দেহ তাকেঃ দেহে বল করি বলবান "। এবং ঐ পত্রের চতুর্থ পাদে আপন যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, " আমার প্রথম পত্রে তোমার দিগকে জ্ঞাত করিয়াছি সাহস, বল বুদ্ধি এবং ধন উপার্জ্জনের প্রধান কারণ হইয়াছে, ঐ রূপ ঐ ত্রিতয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে লইয়া জীবনাবধি সৎপথে থাকিয়া সাংসারিক সুখ নির্ব্বিঘ্ন রূপে ভোগ করিবার প্রধান কারণ ধৈর্য্য হইয়াছে, যে হেতুক ধৈর্য্য না থাকিলে তোমার

দিগের বল বুদ্ধি ও ধন দুঃখ জনক অবশ্য হ
ইবেক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইত্যাদি”।
দেহে উপার্জ্জিলে বলঃ সর্ব্বদা করে বিকলঃ
সর্ব্বকাল দেহ অভিমানে। আমি হৃষ্ট আমি
পুষ্টঃ আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমা সম কেহ
নাহি আনে॥ যদ্যপি বুদ্ধি বাসনাসেঃ ইংরাজী
বাঙ্গলা অভ্যাসেঃ স্বর্ণো পরি সোহাগা যেমন।
মিলনে উজ্জল হয়ঃ তেমতি বলে নিশ্চয়ঃ সে
বিদ্যায় করে আক্রমণ॥ আমি গুণি আমি জ্ঞা
নিঃ আমি সর্ব্ব বিদ্যা জানিঃ ইত্যাদি অনেক
জ্ঞান হয়। উড়াইতে চাহ তায়ঃ করিয়া ধৈর্য্য
সহায় এ আশা সুসার কভু নয়॥ দেখ তার নি
দর্শনঃ বিষ বৃক্ষের রোপণঃ কে কোথা অমৃত
ফল পায়। বলাসক্ত ধনাসক্তঃ বিষয় বাসনা
সক্তঃ চিত্ত হলে প্রবৃত্তি জন্মায়॥ অহঙ্কার

চতুষ্টয়ঃ মদমাৎসর্য্যাদি ছয়ঃ রিপু আসি করয়ে - প্রেরণ। সময় পাইলে পরেঃ বুদ্ধি ধৈর্য্য নষ্ট করে বলাবিষ্ট তমর কারণ॥ অতএব নিবেদনঃ ধৈর্য্যে - ধৈর্য্য নহে মনঃ হেতু তার হৈল উপস্থিত। বিশিষ্ট সমান জ্ঞানিঃ নাহি কেহ ইহা শুনিঃ ধৈর্য্যে অগ্র গণ্য সুনিশ্চিত॥ থাকিয়া সংসার ধর্ম্মেঃ সৎপথে সৎকর্ম্মেঃ নিজ ধর্ম্ম করেন্ যাজন। হিংসা আদি বিবর্জ্জিতঃ বুদ্ধে অতি প্রতিষ্ঠিতঃ তুল্য দিতে নাহি অন্য জন॥ দৈব দোষে কর্ম্ম বশেঃ রাক্ষসে বিনাশে এসেঃ এক কালে শত পুত্র তাঁর। সংসার নিবাস জন্যঃ আসি পুত্র শোকাকেণ্যঃ প্রেবেশিল হৃদয়ে তাঁহার॥ হইয়া তাহে মোহিতঃ হারাইলেন সম্বিতঃ হেন মহা বিজ্ঞ মহা ঋষি। উদ্যম করিলা পরেঃ নিজ দেহ অজিবারেঃ জালিয়া প্রচণ্ড অগ্নি রাশি॥ অধিক কি কব আরঃ হেন ম

তে কতবার: কত শত মহা মহাজনে। সংসারে থাকিয়া সুখী: হইতে হইল দুঃখী: ব্যক্ত তাহা আছয়ে পুরাণে ॥ এই জন্যে মহাশয়: মনে হতেছে সংশয়: তব পত্র আলোচনা করি। সংসার অসারে থাকি: সর্ব্ব সুখে হয়ে সুখী: থাকাভার সব পরিহরি ॥

এই পত্রের প্রত্যুত্তর আমি পশ্চাতে লিখিলাম, জ্ঞান বান মহাশয়েরা উচিতানুচিত বিবেচনা করিবেন ॥

চক্রবর্ত্তীর পত্রের স্থূল অভিপ্রায় এই, যে দেহে বল হইলে দেহ অভিমানে সর্ব্বদা বিকল করে, আপনাকে বোধ করায়, যথা আমি হৃষ্ট আমি পুষ্ট, আমি সকলের শ্রেষ্ট ইত্যাদি, এবং যদি কাহারো বিদ্যা থাকে তবে দেহবল সংযোগে উক্ত অভিমানের বৃদ্ধি আরো হয়, যথা, আমি

গুণী আমি জ্ঞানী আমি সর্ব্ব বিদ্যা জানি, ইত্যা দি। এবঞ্চ বলাসক্ত, ধনাসক্ত, বিষয় বাসনা সক্ত চিত্তে হইলে প্রবৃত্তি জন্মায়।

পাঠক বর্গ সকলে প্রবিধান করিয়া বুঝি বেন, দেহবল্ যদি অভিমানের উৎপত্তি কারক হয়, তবে দুর্ব্বল এবং দেহেবল যাঁহারা উপা র্জ্জন করেননা, এমত দেহী অনেকে কি কারণ উক্ত প্রকার অভিমানী হয়? অতএব দেহবল হ ইতে অভিমানের উৎপত্তি হয় এমত নহে, রিপু হইতে অভিমানের উদয় হইতে পারে, দেহবল্ কিছু রিপু নহে, কিন্তু বল বুদ্ধি ও ধন হইতে অ মৃত এবং বিষ দুইয়েরি উৎপত্তি হয়, ধৈর্য্যাদিব ন্ধু মন্ত্রী হইলে অমৃত উৎপত্তি হয়, আর কামাদি রিপু মন্ত্রী হইলে বিষ উৎপত্তি করে, ইহা আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিত আছে।

আর চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, বলাসক্ত, ধনাসক্ত, বিষয় বাসনাসক্ত চিত্তে হইলে প্রবৃত্তি জন্মায়, কিন্তু কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা কিছুই লেখেন নাই, তথাচ প্রবৃত্তির বিশেষ কথা তাঁহার এবং সকলের জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি সকলে বুঝিবেন।

ত্রিপদী।

মম পত্র দরশনে ঃ প্রমাদ গণিয়া মনে ঃ কেন সখা হতেছ বিস্ময়। প্রবৃত্তি সৎ কর্ম্মে হলে ঃ উজ্জল বাসনা বলে ঃ সে বাসনায় নাহি কিছু ভয়॥ সংসার রচনা করি ঃ পিতা বিধি তদুপরি ঃ দিয়াছেন সকলের প্রতি। সুখে কার্য্য সাধ সবে ঃ বন্ধুগণ লয়ে ভবে ঃ যাঁহারা হইবে সুক্ষমতি॥ এই হেতু। ধৈর্য্যাদি বন্ধু লইয়া ঃ কামাদি রিপু শাসিয়া ঃ সৎ কর্ম্ম কর এ সংসারে। যদি চাহ

হতে পার ঃ সংসার দুষ্পারাবার ঃ মর্ম্ম বুঝ বুদ্ধিঅনুসারে ॥ প্রবৃত্তি প্রকার দুই ঃ বিশেষ তাহার কই ঃ ভাল মন্দ কর্ম্ম দুইআছে। রিপু সঙ্গ হইলে হয় ঃ মন্দ কর্ম্মেতে নিশ্চয় ঃ প্রবৃত্তি যে দুঃখ দেয় পাছে ॥ মন হলে সৎকর্ম্মে ঃ কল্প বৃক্ষ তায় জন্মে ঃ এই কথা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। বন্ধু সঙ্গ হলে তায় ঃ সৎকর্ম্মে লয়ে যায় ঃ একথা অন্যথা কভু নয় ॥ কর্ম্মে হলে অনুকুল ঃ ত বেসে পাইবে কুল ঃ নতুবা পড়িবে গোল যোগে ; কর্ম্মে হলে প্রতি কুল ঃ না পাইবে কভু কুল ঃ বঞ্চিত হইবে সর্ব্ব ভোগে ॥ কর্ম্ম কাণ্ডে জ্ঞান কাণ্ডে ঐক্য আছে দুই কাণ্ডে ঃ কভু ইথে নাহিক অন্যথা। হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ঃ শেষে হবে যে নিবৃত্তি ঃ কর্ম্ম কাণ্ডে উক্ত আছে যথা ॥ কর্ম্ম না করিলে নরে ঃ নিবৃত্তি হইতে নারে ঃ এই যুক্তি সর্ব্ব শাস্ত্র মত। এহেতু কর্ম্ম করিতে ঃ দেহে বলউ

পার্জ্জিতেঃ ইথে কেন কর অন্য মত ॥ দেহেবল উপার্জ্জিতেঃ প্রাচীন প্রমাণ দিতে নিবেদন করি বা রম্বার । তব তুষ্টি পুষ্টি জন্য ঃ যাহা কহি কর মান্য ঃ নীতি শাস্ত্রে প্রমাণ ইহার ॥

॥ শ্রমাদভ্যিস্ততোবলং ॥

অস্যার্থ । পরিশ্রম করিতে ভাল বাস, যদ্যপি আহার সঞ্চয়ের জন্য শ্রমের আবশ্যক না থাকে তথাপি ঔষধার্থে শ্রম করহ, যে হেতু ইহাতে শরীর কে সবল করে ও মনকে সাহস যুক্ত করে, এবং অলস দ্বারা যে সকল বিনাশের কারণ উৎপত্তি হয়, তাহা রহিত করে ।

আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিত আছে বল, বুদ্ধি, ও ধন প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্যাদি বন্ধু লইয়া কর্ম্ম করিলে সকলে সর্ব্ব সুখে সুখী হইবে, ইহাতে চক্রবর্ত্তী তর্ক করিয়াছেন বশিষ্ঠ মহা

ঋষি ধৈর্য্যবান হইয়াও পুত্র শোকে অধৈর্য্য হ
ওত দুঃখ পাইয়াছেন তবে সংসারে থাকিয়া স
র্ব্ব সুখে সুখী লোকে কি প্রকারে হইতে পারে।
প্রত্যুত্তর। এরূপ তর্ক করিলে ইহার প্রত্যুত্তর
কত দিব, বশিষ্ঠের অধৈর্য্য হইবার কারণ ক
হিলে চক্রবর্ত্তী তর্ক করিবেন যে রূপাদি দেখি
য়া কামাদির উদ্ভব হইবেনা এ কি প্রকার হইতে
পারিবে, যখন বিরিঞ্চি আপন কন্যার রূপ দে
খিয়া কামোদ্ভবে ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, তখন মনু
ষ্য কি ছার, অতএব এ সকল শাস্ত্র মধ্যে যাহা উ
পলব্ধি হইবে সে সকল "মুনি নাঞ্চ মতিভ্রম" জ্ঞান
করিবে, এবং ঐ রূপ মহৎ২ মহাশয় গণের ঐ
রূপ ভ্রম হইবার তাৎপর্য্য এই যে দেহী মাত্রেরই
প্রাধান্যতা পিতা কাহারো রাখেন নাই।

চক্রবর্ত্তী প্রমাণ দিয়াছেন সংসার নিবা

স জন্য বশিষ্ঠ পুত্র শোকে ধৈর্য্যাবলম্বন ক রিতে পারেন নাই, ভাল, সংসারে থাকিয়া কর্ণাদি অনেক ত্যাগী পুরুষেরা স্বপুত্রের ম স্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া দেব দ্বিজের কা র্য্য জন্য তো দিয়াছেন তাহাতে তিলার্দ্ধ কাতর হয়েন নাই, আর দেখ যে উর্ব্বশী স্বর্গবিদ্যা ধরী সে উর্ব্বশী অর্জ্জুন এক মানব তাঁহাকে উপযাচিকা হইলেও অর্জ্জুনের কামোদ্ভব হই লনা, ইহাও তো শুনিয়াছ, অতএব এ সকল জগৎপিতার মায়া, কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে, এ বিবেচনায় আমারদিগের উচিত হইতেছে যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্ব সুখে সুখী হইবার সাহস গ্রহণ করি, তেঁহ তুষ্ট হইলে সকল সুখে সুখী হইবার কি কিছু সন্দেহ আছে?।

চক্রবর্ত্তীর পত্র।

মহাশয়ের পত্র দৃষ্টে বোধ হইতেছে সৎ কর্ম্মে বাসনা হইলে কল্প বৃক্ষ উৎপত্তি হয়, অতএব ঐ কল্প বৃক্ষের ফল আশে সঞ্চিতে বঞ্চিত হওনের আবশ্যক হইবেনা, যদ্যপি এই শ্লোকের অভিপ্রায়ের বস্তুতঃ প্রতিপাদন হয়।

শ্লোক। "মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতোঃ খপুষ্প কৃত শেখরঃ এষ বন্ধ্যা সুত জাতিঃ শশ শৃঙ্গ ধনুর্দ্ধরঃ"।

প্রত্যুত্তর। শ্লোকের অভিপ্রায়ের বস্তুতঃ প্রতিপাদন।

শুন বন্ধু চক্রচন্দ্রঃ ক্রমেতব যাবে সন্দঃ চিত্ত মধ্যে উদয় যাহার। মম পত্র অভিপ্রায়ঃ যাহা ভাব তাহা নয়. শঙ্কা কিছু না কর উহার ॥ দেখিছ জগতে জাহাঃ খং ফুল হয়তাহাঃ ব্রীবের

বংশ এ সকল । বুঝে দেখ এ আশ্চর্য্য : সভা কার হয় পূর্য্য : কভু নাহি ইহাতে বিফল ॥ যে আজ্ঞাতে শশধর : নিশি যোগেতে সত্তর : জগৎ দীপ্তি করে অবিরাম । যে আজ্ঞাতে জল ধর : বারি বর্ষে সর্ব্বত্র : কত কব নাহিক বি শ্রাম ॥ যে আজ্ঞাতে দিনমণি : নিত্যোদয় আ পনি : হয়ে করেন্ দিনের প্রকাশ যে আজ্ঞা তে বায়ুপতি : আস্তে ব্যস্তে সর্ব্বগতি : করে নাহি করে কিছু ত্রাস ॥ সে আজ্ঞারো অনুসা রে : কর্ম্ম কর নিরন্তরে : মনে বুঝে এই সার স্বার । মৃগ তৃষ্ণা নদীপারে : লয়ে যেতে সু বিস্তারে : কর্ম্ম তব হবে কর্ণধার ॥

মহাশয় আপন পাঠকদিগকে যাহা গদ্য ছন্দে আপনকার পত্রে লিখিয়াছেন তাহা ত্রিপদী ছন্দে নিম্নে লিখিত করিয়া প্রত্যুত্তর ঐ উক্ত

ছন্দে লিখিতেছি দৃশ্য করিতে আজ্ঞা হইবেক।
ত্রিপদী। সহিত স্ব পরিবার ঃ আত্ম বন্ধু বর্গ
যার ঃ সংপ্রণয়ে সুখেতে থাকিয়া। দেহরাজ্যে
রাজ্য করি ঃ যাবৎ এ দেহ ধরি ঃ তাহাদের প্রিয়
তম হৈয়া ॥ প্রকাশ করেছেন তাহা ঃ প্রণয় রা
খিতে যাহা ঃ তিন বস্তু আবশ্যক করে। স্নেহ
মান্য ঐক্যতা ঃ যথা রক্ষিত সর্ব্বথা ঃ হয় ইহা
বিবিধ প্রকারে ॥ সে স্থানে জগৎপিতা ঃ করে
ন্ আনুকূল্যতা ঃ বল বুদ্ধি ধনের দ্বারায়। লি
খেছেন বিস্তারেতে ঃ এ তিন বস্তু যাতে ঃ অ
নায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ কিন্তু দেখি মহাশয় ঃ
ইহাতেও প্রত্যবায় ঃ আছে বহু সংখ্যা নাইতাতে।
উক্ত প্রকারেতে সুখী ঃ হইলে তথাচ দুঃখী ঃ
হতে হবে দেখনা পশ্চাতে ॥ মহামোহে মুগ্ধ
হয়ে ঃ স্নেহ পাশে বদ্ধ রয়ে ঃ মহামায়ার মায়ার

প্রভাবে । সর্ব্বদা আছি সকলে ঃ মীনযেন বঃ
দ্ধ জালে ঃ বিচারিয়া বুঝ অনুভবে ॥ জন্ম মৃ
ত্যু সমাগম ঃ অবশ্য হয় যেমন ঃ তেনমতে অনে
ক প্রকারে । আত্ম বন্ধু পরিবার ঃ সহজে প্রণ
য়তার ঃ বিচ্ছেদতো অবশ্যই করে ॥ তাহার
প্রতি কারণ ঃ জীবন রূপ যৌবন ঃ মিত্রের সহি
ত আলাপন । ঐশ্বর্য্য ধন সঞ্চয় ঃ সকলি এ
অতিসয় ঃ অস্থির জানিবেন সর্ব্বক্ষণ ॥ ইহাতে
মনের আবেশঃ কেবল পাইতে ক্লেশ ঃ সুখী হব
আশা মাত্র সার । অবশ্য বিচ্ছেদ হবে ঃ তাহাতে
তাপ জন্মিবে ঃ দেখাবে সকল অন্ধকার ॥ প্র
ণয়ে প্রলয় হয় ঃ প্রলয়ে প্রণয় রয় ঃ প্রণয়েতে
সুখের উদয় । প্রলয়ে হবে প্রণয় ঃ বিচ্ছেদ
হলো সদয় ঃ প্রণয় দুঃখের হেতু হয় ॥ প্রণয়েতে
অবশেষ ঃ লভ্য হবে পঞ্চ ক্লেশ ঃ অবিদ্যা মমতা

রাগদ্বেষ। বিষয় অভিনিবেশ : আসিয়া পারে শেষ : মন মধ্যে করিবে প্রবেশ ॥ ইহা জানি বিজ্ঞজনে : সমাহিতান্তঃকরণে : যুক্তি প্রকাশিলা শাস্ত্র মতে। এতাদৃশ যে প্রণয় : কদাচ কর্ত্তব্য নয় : আত্যান্তিক কাহার সহিতে ॥ নিজ দেহের সহিত : রাখিতেও অনুচিত : কাকথা অন্যের সঙ্গে তায়। অতএব সর্ব্ব জন : বুঝিয়া কার্য্য কারণ : কর্ম্ম কর উচিত যে হয় ॥

প্রত্যুত্তর ॥

শুন বন্ধু সাবধানে : একচিত্তে এক জ্ঞানে : যুক্তি যাহা কহি সারোদ্ধার। বন্ধুগণ লয়ে সঙ্গে : কর্ম্ম কর নানা রঙ্গে : যাহাতে হইবে উপকার ॥ দেহ প্রতি মায়া কর : নাহি কহি কোনবার : দয়া কর কহি সর্ব্বক্ষণ। দয়া মায়া উভয়েতে : গুণ ভিন্ন আছে তাতে : ভাবিয়া দেখহ বিচক্ষণ ॥ দেহে মায়া না করি

বে ঃ করিলে মোহ জন্মিবে ঃ ইহাতে নাহিক অন্যথা।
মোহ হইলে বুদ্ধি নাশ ঃ বুদ্ধিনাশে ধর্ম্ম হ্রাস ঃ হই-
লে দুঃখ পাইবে সর্ব্বথা ॥ যে করেছে এই মায়াঃ
সে বুঝেছে তারি মায়া ঃ রক্ষা নাশ তারি ইচ্ছায় ঘ
টে । আমাদের দেহ মায়া ঃ করা কেবল আশা
যাওয়া ঃ যুক্তি সিদ্ধ নহে ইহা বটে ॥ দয়াতে উদ্ধ
ব হয় ঃ স্নেহ মান্যতা নিশ্চয় ঃ দয়া কর সর্ব্ব জী
ব পর । মায়া জাল কাটা যাবে ঃ প্রবেশ হইবে
যবে ঃ বন্ধুগণ হৃদয়ে তোমার ॥ এ দেহ অনিত্য
ন সর্ব্বদা বিচ্ছেদ ঘটে ঃ ইহা আমি বলি
না করিতে । স্নেহ মান্য অনিবার ঃ কর সভে স
র্ব্বোপর ঃ উক্ত যথা মম পত্রিকাতে ॥ করিলে জ্যে
ষ্ঠেরে মান্য ঃ কনিষ্ঠেরে স্নেহে গণ্য ঃ সুজনতা হইবে
প্রকাশ । সুজনতা কর যদি ঃ পিতার যে আছে বি
ধি ঃ তবে সুখে হইবে নিবাস ॥ ত্যজিয়া আসক্তি

তায় ঃ ভুক্ত সুখ হে তাহায় ঃ দেহ রাজ্যে করিয়া বস
তি । যে জন এমত করে ঃ তার কেবা দোষ ধরে ঃ পূ
র্ব্বাপর আছে সেই রীতি ॥ হয় স্নেহ মান্যতায় ঃ
পরিবারে যে প্রণয় ঃ ভাল বাসা তাহারে বলেনা ।
এ কেবল শুদ্ধ যুক্তি ঃ বিজ্ঞ জনের এই উক্তি ঃ
বিরোধ যুক্তি কদাচ থাকেনা ॥ অনিত্য বিষয়
সবে ঃ অবশ্য করিতে হবে ঃ দেখ সখা দেহের
এই ধর্ম্ম । নিত্য সুখে অভিলাষ ঃ যদি হয় সু
নির্য্যাস ঃ তবে সখা কর তার কর্ম্ম ॥ দেহ মধ্যে
জীব যত ঃ সংখ্যা নাই কব কত ঃ কিন্তু প্রকাশ একই
হইতে । দেখ হে সকলে তারে ঃ দীপ্ত ব্যাপ্ত পরাৎ
পরে ঃ হয়ে রথি আছেন দেহ রথে ॥ ভাল বাসি
সে পদার্থ ঃ মনে জানি নিগূঢ়ার্থ ঃ সর্ব্ব সুখের
সেই সে কারণ । সাংসারিক যত কর্ম্ম ঃ কর সভে
বুঝে মর্ম্ম ঃ কুপথে মন করি নিবারণ ॥ প্রণয় তাহা

র মনেঃ শুদ্ধ চিত্তে এক জ্ঞানেঃ করিলে যে সু
খের উদয়। কি কব তাহার কথাঃ বিচারিয়ে দে
খ যথাঃ প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাহি হয়॥ নিত্যান
ন্দে সেই থাকেঃ একভাবে যেই দেখেঃ সর্ব্ব
ভূতে এক মহেশ্বর। রিপু ভয় নাহি রয়ঃ
বন্ধুগণ সঙ্গী হয়ঃ অন্তে সেই হয় অনুস্বর॥
ভবভাবে অনুভবঃ না বুঝিবে এইভাবঃ যদি বু
ঝ তবে সে বুঝিবে। মম পত্র অভিপ্রায়ঃ এই যু
ক্তি সর্ব্ব হয়ঃ গ্রহণেতে নিস্তার পাইবে॥

চক্রবর্ত্তীর পত্রের স্থূল অভিপ্রায় এই স প
রিবারকে মান্যামান্য স্নেহিত ও স্নেহ একত্রানৈক্য
হওন ও করণ সম্ভব হয়, পরন্তু ইহা কেবল
গৃহস্থের লক্ষণ মাত্র বলাযায়, অতএব মহা
শয়ের পত্রে অমঙ্গল নাশক শ্রীরাম কৃষ্ণ
কালী দুর্গা শিবের গুণানুবাদ যে ব্যক্তি ভক্তি

অভিলাষে নিত্য শ্রবণ মনন এবং কীর্ত্তন করে তাহার পরম পদ লাভ হয় এরূপ উপদেশ এবং বর্ণনা না দেখিয়া কেবল সংসারিক ভোগ ই আদি বুদ্ধির উপাদেশ অতিশয় রূপে বর্ণন দেখিয়া লিখিয়াছি এ সকলি সর্ব্বক্ষণ অতিশয় অস্থির জানিবে, অতএব উচিত সর্ব্বক্ষণ মুখে হরিনাম করি তবে নিস্তার পাইব।

প্রত্যুত্তর।

আমি আমার সকল পত্রে প্রায় শ্রীরাম, কৃষ্ণ, কালী, তারার গুণানুবাদ কথা কহিয়াছি, চক্রবর্ত্তী তাহা বুঝিতে পারেন নাই দেখ জগৎ পিতা, পরমেশ্বর ও মহেশ্বর উল্লেখ করিয়া তোমারদিগকে তাঁহার গুণানুবাদ কহিতেছি, ইহাতে উক্ত বাবুজী কে বালক কহিতে হয়, বোধকরি মনে করেন

রাম কৃষ্ণ হরি এ সকল নাম জগৎ পিতা, প
রমেশ্বর, ও মহেশ্বর উল্লেখ করিলে বুঝি হ
য়না! সে ভালই, কিন্তু আমি কিছু কথা তাঁ
হাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তাহার বিশেষ কহি
তে পারেন তবে তাঁহাকে ভক্তির ও জ্ঞানের
কথা কহিতে ভরসা করি, আত্ম জ্ঞান, যে
রূপ পিতা উক্তি করিয়াছেন, যাহার দিগের
ধারণা শক্তি নাই, তাহার দিগকে কহিতে জ্ঞা
নবানে নিষেধ করিয়াছেন, এবং ইশ্বরের
প্রতি ভক্তির কথা যাহার দিগের শ্রদ্ধা নাই
তাহার দিগকেও কহিবেনা, বিশেষতঃ বা
লক এবং বিষয়াসক্ত জনকে একেবারে তত্ত্ব
জ্ঞানোপদেশ করিলে সে কেবল ভস্মে ঘৃ
ত ঢালা হয় এবং উপদেশ কর্ত্তাকেও বড়
বিপাদে থাকিতে হয়, কারণ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান

কথা প্রবিধান করা বড় সুকঠিন হইয়াছে, উপদেশিত কথার ভাব না বুঝিতে পারিলে বাক্যের দ্বারা, পত্রের দ্বারা, অথবা হস্তের দ্বারা, শ্রবণ কর্ত্তারা উপদেশ কর্ত্তাকে বিশিষ্ট রূপে বিপরীত জ্ঞান উপদেশ করেন, এ নিমিত্ত পূর্ব্বে মহাশয় জনগণ ঐহিকের সুখ দেখাইয়া পরে প্রার্থিকের সুখ যাহাতে হইতে পারে এবং যুক্তি কহিয়াছেন, আমিহ সেই সকল যুক্তি লইয়া আপন বুদ্ধি অনুসারে তোমারাদিগকে প্রথমতঃ ঐহিকের সুখের কথা কহিতেছি, এবং তৎসুখ ভোগ করণে পরমার্থ জ্ঞান সাধন করা হইবেক এমত যুক্তি পত্র প্রকাশ দ্বারা কহিতেছি, সংসারিক সুখ সকল মিথ্যা বটে কিন্তু আমরা ঐ সকল করিবার নিমিত্ত দেহ

ধারণ করিয়াছি ।

চক্রবর্ত্তী প্রতি প্রশ্ন।

বল দেখি, মনেতে এবং বিষয়েতে ভাবকি? আর- গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পুত্রাদির পালন জন্য ম্লেচ্ছ দিগের দাসত্ব স্বীকারে নিযুক্ত হইয়া মুখে হরিনাম করিলে কি কালের ভয় থাকিবেনা ?

এবং- ধৈর্য্য যেখানে, মত্ততা সে খানে কোথায়

ক্ষমা যে খানে, রাগ ও দ্বেষ সেখানে কোথায়,

শান্তি যেখানে, লোভও আশা পাশ সেখানে কোথায় ?

সত্য যেখানে, মোহ ও মিথ্যাবস্তু সেখানে কোথায় ?

দয়া যে খানে, হিংসা সেখানে কোথায়?

মনের মিল যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে কোথায় ।

মহাশয় আপন পত্রে প্রশ্ন করিয়াছেন যথা "বল দেখি মনেতে এবং বিষয়েতে ভাব কি" অত্র প্রশ্ন উত্তরেতেঃ নিবেদন সাধ্যমতেঃ করিতেছি শুন মহাশয়। বিচারিয়া দেখ মনেঃ ধরণীপতির সনেঃ ধবার কি ভাব উক্ত হয়॥ ভাবেতে বুঝ হ ভাবঃ না হইবে ভিন্ন ভাবঃ ভাবেভাব হতেছে বিদিত। যে ভাবে ইহার ভাবঃ সেরূপ জানিবে ভাবঃ মনঃ বিষয়েতে সুনিশ্চিত॥ বিষয়েতে মগ্ন মনঃ ভগ্নভাব অনুক্ষণঃ ব্রাহ্মণে যেমন ভঙ্গভাব। স্বভাবে অভাব হলেঃ লোকেতে বংসজ বলেঃ সেইমত উভয়ের ভাব॥ এভাবের অভিপ্রায়ঃ অতি অল্প মহাশয়ঃ কহিতেছি কর অবধান। দেহরথে রথী মনঃ অশ্ব দশেন্দ্রিয় গণঃ কাল বশে মহা বলবান॥ ষড় বন্ধু পাঁচ নিতেঃ নারে তায় নিবারিতেঃ মনমত পথে তাহাদিগে।

তাহাদের সঙ্গে মন ঃ বিষয়াবলম্বি হন ঃ ধৈর্য্যা
দি বন্ধু সহযোগে ॥ বিষয়ে পড়িয়া মন ঃ আশা
পাশে বন্ধ হন ঃ মনে ২ ইহা বিচারিয়া । আপা
তত অশ্বগণে ঃ ইচ্ছায় বিষয় বনে ঃ ছেড়ে দে
ও চরে খাকু গিয়া ॥ তৃপ্ততার হবে যবে ঃ তখন
সুপথে যাবে ঃ যদি নাহি যায় ভোগ অন্তে । ধৈ
র্য্যাদি বন্ধু লইয়া ঃ কামাদি রিপু শাসিয়া ঃ লয়ে
যেও অর্ণবের প্রান্তে ॥ এরূভূত মন ঃ ভাব ঃ অস্ম
দের অনুভব ঃ করিয়া করিছে নিবেদন । এভাবে
র মত ভাব ঃ বহু সংখ্যা কত কব ঃ বুদ্ধি যোগে
বুঝ সর্ব্ব জন ॥ দ্বিতীয় প্রশ্নেতে পরে ঃ লিখে
ছেন ভঙ্গি করে ঃ গৃহস্থের আশ্রমে থাকিয়া ।
পালিবারে দারা পত্য ঃ ম্লেচ্ছ দিগের দাসত্ব ঃ ক
রণেতে নিযুক্ত হইয়া ॥ আসক্ত সংসার সুখে ঃ
হরিনাম নিলে মুখে ঃ কালের কি ভয় থাকিবেনা।

এ কথার ভাব ব্যক্তঃ করিতে কে হয় শক্তঃ মনে কেন বুঝিয়া দেখনা ॥ নাম মাহাত্ম্য কেং স্পষ্টঃ স র্ব্ব শাস্ত্রে উৎকৃষ্টঃ রূপে যখন করেছেন বর্ণন। তখন যে নাম লয়ঃ তাহার কালের ভয়ঃ থাকে কিনা বুঝ বিজ্ঞ জন ॥ যে নামের গুণ শেষঃ স হস্র মুখেতে শেষঃ করিতে না পারেন কিঞ্চিত। চতুর্ব্বেদ রামায়ণেঃ আর ভারত পুরাণেঃ কহিতে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ॥ পঞ্চ মুখে পঞ্চাননঃ সদা নাম গুণ কনঃ প্রেমানন্দে মগন হইয়া। স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজাঃ পাতালেতে নাগ রাজাঃ যেই নাম আশ্রয় করিয়া ॥ জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ মুখে হ রি নামামৃতঃ স্ফুরিত যদ্যপি কার হয়। নাম রত্ন গুণ ফলেঃ এই কথা শাস্ত্রে বলেঃ তাহার কালের কিবা ভয় ॥

আর যাহারা সর্ব্বদা সদাচারে অথবা ম্লে

চ্ছাচারে থাকিয়া মুখে হরিনাম করে তাহারা ইহাই বিবেচনা করিয়া নামোচ্চারণ করে যে হে হরি তোমা বিনা আর গতি নাই কারণ তুমি অগতির গতি, আমরা আপন কর্ম্ম দোষে এই দুর্ল্লভ মানবদেহ পাইয়াও তোমার স্মরণ মনন ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত না থাকিয়া অন্ন চিন্তা চমৎকারার্থে ম্লেচ্ছ দিগের দাসত্বে স্বীকৃত হইয়া সংসার অসারে মগ্ন থাকিয়া পুত্রাদির পালন জন্য বিস্মৃত হইয়া কাল মুখে পতিত হইতেছি, কিন্তু আমার দিগের তোমার পতিত উদ্ধার নামের গুণ ভরসা মাত্র ।

প্রত্যুত্তর ।

চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, হরিনাম যে অবস্থায় হউক করিলে কালের আর ভয় থাকেনা, ইহা তোমরা সকলে বুঝিবে, যদি গৃহস্থ আশ্রমে

থাকিয়া পরধর্ম্ম যাজন করিয়া হরিনাম করিলে কালেরভয় না থাকে, তবে আমি যে যুক্তি পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কহিতেছি তাহা করিলে কি কালের ভয় থাকিবে? হরিকি আমার দিগের পিতা নহেন এমত বোধ তোমাদিগের আছে, আমার যুক্তি যে তোমাদিগের সংসার ধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে করা হইবে এবং পারমার্থ উত্তম রূপে সাধনা হইবে, দেখ সংসার ধর্ম্ম বন্ধুগণ লইয়া যে কিছু কর্ম্ম করিবে সে সকল পিতার সুখ জনক হইবেক, এবং তোমাদিগের দুঃখ জনক হইবেনা, অতএব সকলে যাহা কহি তাহা করিতে অভ্যাস কর, তোমাদিগের দুঃখ চিত্তে কিছুই থাকিবেনা. পিতা তুষ্ট হইলে ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

ত্রিপদী। শুন বন্ধু সর্ব্বজন: এই পত্রে বিজ্ঞা

পন : করি যাহা যুক্তি অনুপম । সাধিতে পিতার -
কার্য্য : মনে ভাবি এ নির্দ্ধার্য্য পুর্জ্য কর পাবে
মোক্ষ ধাম ॥ যদি হরিনাম করি : ভবসিন্ধু
যাই তরি : পরধর্ম্ম করি সর্ব্বজন । কিভয়ো
পার্জ্জিতে বল : পরধর্ম্ম এ সকল : যদি হয়
তথাপি এমন ॥ যে হরি সে হয় পিতা : ইথে
নাহিক অন্যথা : আমিত নির্দ্ধার্য্য এই জানি ।
বেদ তন্ত্র সারাৎসার : যাহার নাহিক পার :
সর্ব্ব মতে এই কথা শুনি ॥ হরি তুষ্ট হইল
যদি : বল বুদ্ধি ধন আদি : যত সাধ্য করি উ
পার্জ্জন । মুখে করি হরিনাম : হরি কার্য্য অ
বিরাম : করিলে কি দুঃখ আছে মন ॥ পিতা
তুষ্ট হইলে পারে : সর্ব্ব সুখ সর্ব্বান্তরে : নি
র্ব্বিঘ্নে পাইব এ সংসারে । ভুবন রচনা করে
নানা কার্য্য করিবারে : আমরা উদ্ভব ইচ্ছাবরে ॥

করে বিধি তদুপরি : কহিলেন শ্রীহরি : চতুষ্টয় আ
শ্রম নিয়ম। ব্রহ্মচর্য্য প্রথমেতে : গৃহস্থ যে দ্বিতী
য়েতে : তদুপরে বনেতে গমন ॥ সন্যাস লইবে
যবে : গৃহধর্ম্ম ত্যাগী হবে : একা মাত্র করিবে ভ্র
মণ। এই বাক্য শাস্ত্রে কয় : একথা অন্যথা ন
য় : জ্ঞাত ইহা যতেক সুজন ॥ কিন্তু এই চতুষ্ট
য় : ধর্ম্ম বিধি যাহা হয় : বন্ধুগণে হেলে অনু
কুল। যাহা কর তাহা সিদ্ধ : জ্ঞান পাশে হয়ে
বদ্ধ : দমন থাকিবে রিপু কুল ॥ কর সবে নিত্যা
ভ্যাস : কাটা যাবে মায়া পাশ : আছি বন্দি সবে
যেই পাশে। যেই কর্ম্ম সেই জ্ঞান : কর্ম্ম বিনা
কোথা জ্ঞান : হইতে পারিবে অনায়াসে ॥ ত
বভাবে বোঝা যায় : পিতা বুঝি হরি নয় : তেঁইসে
হতেছ ভীত মনে। সাধিতে গার্হস্থ কার্য্য : ধন
আর বল বীর্য্য : উপার্জ্জন কর সাবধানে ॥

চক্রবর্ত্তীর পত্র ।

ত্রিপদী । বারেং প্রতি পত্রে ঃ লিখেছেনএক চি
ত্তে ঃ এই যুক্তি হিত ভাবি মনে । হয়েঅতিত্বরা
বান ঃ হও সবে যত্নবান ঃ বল বুদ্ধি ধন উপা
র্জ্জনে ॥ করিয়া ইহা অর্জন ঃ শুন বন্ধু সর্ব্ব
জন ঃ অন্যের অনহিত না করিলে । নিশ্চয়
জানিবে তায় ঃ সৎকর্ম্ম করা হয় ঃ বিচারিয়া বুঝ
হ সকলে ॥ এবংযে সব বিষয় ঃ ভোগ করিবার
নয় ঃ নিতান্ত হয়েছি ব্যগ্র সবে । তাহাও তো অনা
য়াসে ঃ হইতে পারিবে শেষে ঃ স্বর্গাদির ভোগ প্রা
প্ত হবে ॥ ধৈর্য্য আদি বন্ধু সঙ্গে ঃ লয়ে সবে না
নারঙ্গে ঃ কর্ম্ম কর হবে উপকার । সতের পথে
থাকিয়া ঃ শুভ কর্ম্ম আচরিয়া সংসার সাগরে হবে
পার ॥ প্রবিধানে এ বিধান ঃ হইতেছে অনুমা
ন ঃ মর্ম্মার্থে যা উপলব্ধি হয় । বিষআদি ভোগ

স্পৃহা ঃ মহাশয় হয় ইহা ঃ রজগুণ কার্য্য সমুদয়॥
অনর্থ ভূত সংসারে ঃ দারাপত্য পরিবারে ঃ ধন
জন বিষয়ে আবৃত। যাবৎ থাকিবে মনঃ রত
ইথে অনুক্ষণ ঃ তাবৎ রাজসী কামাশ্রিত॥ ধৈর্য্য
দয়া আদি যত ঃ বন্ধু গণেরো ঐমত ঃ সদ্ভাব
অবশ্য হইবে। গুণ ভেদে যে প্রকার ঃ নিয়ম আ
ছে তাহার ঃ অন্যথা কদাচ নাহি হবে॥ স্বমুখে
নিখিল ভূপ ঃ বলেছেন দুঃখ রূপ ঃ রাজসী ক
র্ম্মের ফল হয়। উক্ত গুণে লিপ্ত থাকি ঃ সংসা
রে হইবে সুখী ঃ নির্ব্বিঘ্নে এ বিচিত্র আশয়॥
তবে যে করিছ যুক্তি ঃ বন্ধু সঙ্গে অনুরক্তি ঃ
হলে তায় সুখের কারণ। অতএব নিরবধি ঃ
বন্ধুগণ লয়ে যদি ঃ কর সবে কর্ম্ম আচরণ॥
বিষয়ে থাকিয়া তবে ঃ সুখ ভোগ কর সবে ঃ
বিষয় মৃগতৃষ্ণায় দুঃখ। পাইবেনা কভু কেহ ঃ

ইহাতে নাহি সন্দেহ ঃ সর্ব্বদা ভুঞ্জিবে নানাসু
খ ॥ অত্র যুক্তি মহাশয় ঃ রজোগুণ ছাড়া নয় ঃ
ভাবে তাহা হতেছে প্রচার। বিষয়েতে চিত্ত রত ঃ
প্রবৃত্তি প্রভৃতি যত ঃ কর্ম্মেতে বাসনা যুক্তি আর ॥
একমূত স্পৃহা যার ঃ ধৈর্য্য আদি বন্ধু তার ঃ
গণ্য হয় রাজসী মধ্যেতে। গুণ স্বভাবেতে স
ব ঃ কার্য্য কারণ উদ্ভব ঃ মিশ্রিত যে ফল ত্রি
গুণেতে ॥ কখন অশেষ সুখ ঃ কভু নানামত
দুঃখ ঃ কখন বা শোকাদি জন্মায়। কভু ধৈর্য্যা
বলম্বন ঃ কভু দয়া যুক্ত মন ঃ একভাবে স্থৈ
র্য্য নাহি রয় ॥ এই জন্যে প্রতি বারে ঃ যথা বু
দ্ধি অনুসারে ঃ অস্মদাদি করে নিবেদন।
উক্ত যুক্তি অভিমতে ঃ নিত্য সুখ কদাচিতে ঃ
না হইবে শাস্ত্রের বচন ॥ দূরে থাকুক নিত্য
সুখ ঃ সামান্যত সেই সুখ ঃ তাহাও হবেনা কো

ন মতে। প্রমাণ দেখ ইহার ঃ বিষয়েতে মন
যার ঃ আবিষ্ট থাকয়ে যথোচিতে॥ ধনঞ্জয়ে
কৃপা করি ঃ আপনি বলেছেন হরি ঃ ব্যক্ত তা
হা শাস্ত্রেতে আছয়। বিষয় ভাবনা করে ঃ
সদা যে মানবান্তরে ঃ বিষয়ে আসক্তি তার হ
য়॥ সেই সঙ্গ হতে হয় ঃ অভিলাষ অতিশয় ঃ
ভঙ্গে তাহা ক্রোধের প্রকাশ। ক্রোধে মোহ
জন্মে মোহে ঃ স্মৃতির বিনাশ কহে ঃ স্মৃতিগে
লে বুদ্ধি হয় নাশ॥ বুদ্ধি নাশে কর্ম্ম নাশ ঃ
বিষয় ভোগ বিলাষ ঃ এত অনর্থের হেতু হয়।
ইহা করি বিবেচনা ঃ কর্ম্ম কর সর্ব্বজনা ঃ যা
হাতে হইবে সুখোদয়॥ প্রথমেতে এ নিমিত্ত ঃ
বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব ঃ জানিবারে হয়তো উচিত।
শাস্ত্রোদিত সমুদয় ঃ জানা আবশ্যক হয় ঃ
যে সকল কর্ম্ম অবিহিত॥ সেরূপ অকর্ম্মের

জ্ঞান ঃ আবশ্যক প্রবিধান ঃ কর্ম্মের গতি গন্য
সমান । জানিয়া এসব কর্ম্ম ঃ স্বধর্ম্মে যে স
কর্ম্ম ঃ আজ্ঞা আছে কর অনুষ্ঠান ॥

প্রত্যুত্তর ।

চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, আমি যে সকল কথা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিমিত্ত কহিতেছি, এসকল রজোগুণের কর্ম্ম সে যথার্থ বটে, রজো গুণেতেই কার্য্যের প্রকাশ হয়, পরন্তু সংকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে যে রজোগুণের বৃদ্ধি হইবে এমত নহে, দেখ শ্রীমুখে শ্রীহরি শ্রীভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছেন ।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতশ্চৈব গুণতস্ত্রি বিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমান মশেষেন পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয় ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যাবেত্তি বুদ্ধিঃসাপার্থ সাত্ত্বিকী॥

অস্যার্থ। "গুণ ভেদে বুদ্ধি হয় তৃতীয় প্রকার। এবঞ্চ ত্রিবিধ হয় ধৈর্য্য সবাকার॥ অশেষ পার্থক্য রূপে কহিত নিশ্চয়। অবধান পুরঃসরে শুন ধনঞ্জয়॥ ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি আর অধর্ম্মে নিবৃত্তি। কার্য্যাকার্য্য ভয়াভয় কাল দেশের প্রতি॥ বন্ধ মোক্ষ ভয় হেতু বিবেচনা করে। সে বুদ্ধি সাত্বিকী রূপে কহাযায় তারে॥"

আমার সকল পত্রে তোমাদিগকে সত্ত্ব গুণাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিতে কহিতেছি, তবে যে বল বুদ্ধি ও ধন উপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধি করিতে কহিতেছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে স্বাভাবিক বস্তুর বৃদ্ধি করিতে অচেতন ভূত বর্গেই অক্ষম হয়, অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি, আর চেতন ভূত গণের মধ্যে ভূর্লোক মনুষ্য বর্গকে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং

স্বাভাবিক বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধি করিবার সামর্থ দিয়াছে
ন, এবং সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান হইয়া আমরা কে কে
মন কর্ম্ম করি তাহা দেখিতেছেন, এবং আমাদি
গের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দাতা হইয়াছেন. অতএ
ব আমাদিগের উচিত যখন যে আশ্রমে থাকিব
তখন সেই আশ্রমের কার্য্য করিয়া পিতা যাহাতে
সন্তুষ্ট থাকেন তাহা করিবার চেষ্টা পাইব ই
হাতে ভয় কি? তবে অভয় বিষয়ে বিতর্কবাদ
করিয়া যদি কেহ না করিতে চাহ তবে তাহাকে
অক্ষম পুরুষ অবশ্য কহা যাইবে ।

লঘু ত্রিপদী। দেখ যতক্ষণ: আছয়ে জীবন: পিতৃ
কার্য্য সার সবে । কর অনুক্ষণ: ওহে বন্ধুগণ:
ভব সিন্ধু তরি যাবে ॥ গুরু উপদেশ: পাইয়া
বিশেষ: যে যে রূপ ভাল বাস । সেই সে আত্মন,
বুঝিয়ে এমন: কার্য্য করি তাঁরে তোষ ॥ দেহের

প্রকাশ ঃ হইয়ে উল্লাস ঃ করিয়াছে সেই জন । তুষিতে তাহারে ঃ কার্য্য করিবারে ঃ কর মনসুখ তন ॥ কর ত্বরাগতি ঃ বিলম্ব নাঅতি ঃ করোনা কেহ স্বভাবে । হৃদয়ে শ্রীহরি ঃ মনে মনে করি, কর্ম্ম কর হরি পাবে ॥ এই করিজ্ঞান ঃ সে চরণে ধ্যান ঃ অভ্যাসে ক্রমে বাড়িবে । বাড়িলে অভ্যাস ঃ পরম উল্লাস ঃ প্রাপ্ত হবে এইভবে ॥ সেই সে আপন ঃ বুঝিয়ারে মন ঃ ভাল বাস পাবে সুখ । নাবাসিলে তারে ঃ এভব সাগরে ঃ নিরবধি পাবে দুঃখ ॥ থাকিয়া বিষয়ে ঃ বিষয়ী না হয়ে ঃ বিষয় যদি কর ভোগ । কি দুঃখ সে আশে ঃ বিষয় বিনাশে ঃ দিতে পারে শোক রোগ ॥ চরণ কমল ঃ হইয়া বিমলঃ ধ্যান কর যে আপন । না জেনে সন্ধান ঃ কর অনুমান ঃ সে বুঝি নহে আপন ॥ দেহে যে

মোহন্ত ঃ আচ্ছয়ে দুঃ খ ঃ প্রবল হইবে যবে। করিবে স্মরণ ঃ আমার চরণ ঃ দমন মোহন্ত হবে ॥ কিম ধিক আর ঃ কব বারে বার ঃ বুঝ সবে অনুভবে। এভব সংসার ঃ সুখে হবে পার ঃ পিতা তুষ্ট হবে যবে ॥

চক্রবর্ত্তীর পত্র।

মহাশয় লিখিয়াছেন " যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরো ধর্ম্ম যাজন করিয়া হরি নাম করিলে কালের ভয় না থাকে তবে যে যুক্তি আমি পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কহিতেছি তাহা করিলে কি কালের ভয় থাকিবে " এবং ত্রিপাদী ছন্দেও লিখিয়াছেন, যদি হরি নাম করি ঃ ভব সিন্ধু যাই তরি ঃ পরো ধর্ম্ম করি সর্ব্বজন। কিভয়াপার্জ্জিতে বল ঃ পরোধর্ম্ম

এসকল ঃ যদি হয় তথাপিরে মন ॥ তবে সেই হরিতুষ্টে ঃ বল বুদ্ধি ধন নিষ্টে ঃ যত সাধ্য করি উপার্জ্জন । সুখে করি হরিনাম ঃ হরিকার্য্য অবিরাম ঃ করিলে কি দুঃখ আছে মন ॥”

উত্তর । এতল্লিখনাভিপ্রায়ে বল, বুদ্ধি, ধনোপার্জ্জন যে পরোধর্ম্ম হয় তাহা মহাশয় এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন এবং স্ব যুক্তি রক্ষণার্থে ঘূর্ণায়মান করিয়া লিখিয়াছেন যে যদ্যপি গৃহস্থাশ্রমে পরোধর্ম্ম যাজন করিয়া হরিনাম করিলে কালের ভয় না থাকে তবে আমি যে যুক্তি বল, বুদ্ধি, এবং ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লিখিয়াছি তাহাতে কি কালের ভয় থাকিবে! এতদুত্তরে নিবেদন অস্মদাদির গত পত্রে হরিনাম মাহাত্ম্যের যে ফল লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে

যে রূপ মহাশয় অনুমান করিতেছেন যে স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে পরোধর্ম্ম যাজন করিয়া মুখে হরিনাম করিলে কালের ভয় থাকিবেনা, কিন্তু অধিকারি বিশেষে হরি নামোচ্চারণের ফল প্রাপ্ত হয়েন, যথা যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ জানেনা কিম্বা শুনে নাই যে তাহার স্ববর্ণোক্ত কর্ম্ম কি প্রকার হয়, কেবল স্বেচ্ছাচারে অনবরত কুকর্ম্ম করিয়া কালযাপ ন করে তাহার মুখ হইতে দৈবাধীন যদি হরি নামোচ্চারণ হয় তাহা হইলে তাহাতেই যে তা হার সদ্গতি হইবে ইহার সংশয় কি, কিন্তু যাঁ হারা শাস্ত্রার্থ জানেন অথবা শুনিয়াছেন তাঁ হারদিগের পক্ষে ঐ রূপ বিধি সম্ভব হয়না, কারণ উক্ত প্রকার ব্যক্তি সকল হইতে ইঁহারা স্ববলাধিকারি, অতএব স্ববর্ণোক্ত ধর্ম্ম যাজ

নের যে বিধি তাহা ইহারদিগের নিমিত্তেই হইয়াছে, যে না জানে তাহার পক্ষে বিধি কি, এ নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক অর্থাৎ যে রূপ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে শাস্ত্রে অনুমতি করিয়াছেন তত্তৎ কর্ম্ম করত হরিনাম করিলে তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে অন্যথা কি; কারণ এই সকল কর্ম্মই পিতার তুষ্টি জনক হয় তাহার সন্দেহ কি, আর ইহা না করিয়া স্বেচ্ছাচারে কর্ম্ম করিলে পিতা তুষ্ট হয়েন না, বরং ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য দণ্ডের ভাজন হইতে হইবে।

প্রত্যুত্তর।

পাঠক বর্গ সকলে প্রবিধান করিয়া বুঝিবেন যে সকল বিষয় চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন সে সকল প্রায় যথার্থ বটে। কিন্তু আ

মি তোমাদিগকে পরোধর্ম্ম যাজন করিতে কো
ন যুক্তি কহিনাই, না কোন অবিধি পূর্ব্বক
কার্য্য করিতে কহিতেছি, ইহা তোমরা আমার
পত্র সকল মনোযোগ পূর্ব্বক পুনরালোচনা ক
রিলে জানিতে পারিবে ।

তোমাদিগের প্রতি যে বিধি শাস্ত্রোক্ত
দেওনে আমা প্রতি বিধি আছে তাহা কহিতেছি
দেখ,

আমি তোমাদিগের শরীর যাহাতে সচ্ছন্দে থা
কে তাহা করিতে কহিতেছি ।

বিদ্যাভ্যাস যাহাতে হয় তাহা করিতে কহিতেছি।

ধনোপার্জ্জন করিয়া যাহাতে পিতা,মাতা ও স্ব
পরিবারের প্রতি পালন উত্তম রূপে হইতেপারে
এমত করিতে কহিতেছি ।

বড় জ্যেষ্ঠ দিগকে অকপটে ভক্তিওমান্য করিতে

কহিতেছি।

কনিষ্ঠ দিগের প্রতি অকপটে স্নেহ করিতে কহিতেছি হিংসা (যদি কাহার থাকে) পরিত্যাগ করিতে কহিতেছি, ক্রোধাদি রিপু বর্গকে ক্রমে ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিতে কহিতেছি। এবং তাহাদিগের যে প্রকারে ত্যাগ করিতে হয় তাহার উপায় কহিতেছি।

পরিবারের মধ্যে ও আত্ম বন্ধুগণের মধ্যে সকলের সহিত প্রীত প্রণয় যাহাতে থাকে এমত করিতে কহিতেছি। গৃহস্থাশ্রমে আছ এই নিমিত্ত এই সকল জগৎ পিতার সন্তুষ্ট জন্য আবশ্যক কর্ম্ম করিতে বারম্বার কহিতেছি, ইহাপেক্ষা আর আমি কি বিহিত কর্ম্ম করিতে কহিব, তবে আমাপ্রতি এত অনুযোগ চক্রবর্ত্তী কেন করিতেছেন। ব্রাহ্মণের নিত্য বিহি

ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা গা. ত্রীউপাসনা ইত্যাদি সে সতন্তর কথা। দেহে বল উপার্জ্জন করিতে চত্তঃবর্ণেই পারে তবে যাহার যে স্বকর্ম্ম প্রতি পালন করিতে বাঞ্ছা করে, সে সেই কর্ম্মে ব্যয় করিবে, ইহাতে অধর্ম্ম কি! দেখ দেহ বলে দেবকার্য্য হইতে পারে, দ্বিজ কার্য্য হইতে পারে, পিতা মাতার কার্য্য হইতে পারে, অভ্যাগতের সেবা হইতে পারে, রাজকার্য্য যুদ্ধাদি তাহাও হইতে পারে এবং আর২উত্তম কর্ম্ম অনেক হইতে পারে। এইরূপ দেহ বলে মন্দকর্ম্মও অনেক হইতে পারে, ইহার বিশেষ তোমাদিগকে আমার পত্রে কহিয়াছি। আমার ত্রিপদী ছন্দের অভিপ্রায় এই "যদি হরিনাম করি: ভব সিন্ধু যাইতরি: পরো ধর্ম্ম করি সর্ব্ব যন:। কিভয়োপার্জ্জিতে বল: পরো

ধর্ম্ম এসকল ঃ যদি হয় তথাপি এমন ॥

শাস্ত্রার্থ যাহারা জানেন, দেহশক্তি উপার্জ্জন করিলে পরোধর্ম্ম করা হয়, এমত কদাচ জ্ঞান করিবেন না, তবে যাহারা শাস্ত্রার্থ না জানে তাহারা সন্দেহ করিতে পারে, এ নিমিত্ত তাহাদিগের দেহে শক্তি উপার্জ্জনার্থে তোমাদিগের পত্রে হরিনাম উপাক্ষ্যানুসারে আমি ভরসা দিয়াছি, তোমাদিগের ঐ ত্রিপদীতে পরোধর্ম্ম যাজন করিতে কহিনাই।

আর চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন অধিকারী বিশেষে হরিনামোচ্চারণের ফল প্রাপ্ত হয়েন, যথা যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ জানেনা কিম্বা শুনেনাই সে যে অবস্থায় হউক হরিনাম করিলে কালের ভয় থাকেনা, পরন্তু শাস্ত্রার্থ জানিয়া যে অবস্থায় হউক হরিনাম করি

লে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়না সে দণ্ডের ভাজন হয়, একথা অতি বালকের কথা, হরিনাম যে করিবে সে নামের ফলে বঞ্চিৎ কখন হইবেনা এমত শ্রুত আছি, তবে শাস্ত্রার্থ জানিয়া যদি তাহার অনুযায়িক না চলে তবে তাহার যে দণ্ড আছে তাহা সে পাইবে।

ত্রিপদী। কিভুল ইহাতে বল ঃ কহিয়াছি যে সকল ঃ ওহে হরি অনাথের নাথ। মুচুক মনের সন্দ ঃ যাহারা করেন্দন্দ ঃ তব নাম মহিমায় শ্রীনাথ॥ হরিনামেরো সঞ্চিৎ ঃ করিলে ফলে বঞ্চিত ঃ হইবে কি হে গুণ ধাম। বঞ্চিৎ করিবে যদি ঃ নাম ফল গুণ নিধি ঃ তবে কেবা লবে তব নাম। তুমি জগতের নাথ ঃ নাম তব মোক্ষপথ ঃ আসা করি

লয় সর্ব্ব জন॥ যদি না পুরাবে আশ : শুন ওহে শ্রী নিবাস : ও নাম তব কিসের কারণ ॥ ওহে প্রভু কৃপা সিন্ধু : অনাথ জনার বন্ধু : অখিলের বিপদ ভঞ্জন। আমি অতি মূঢ় মতি : না জানি তোমার স্তুতি : সার ক রিয়াছি নাম গুণ॥ সকল পুরাণে শুনি : নিস্তার করিতে প্রানী : ধরিয়াছ তুমি হরিনাম। যে নাম লইলে তুণ্ডে : বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে : হেলে লভে সবাঞ্ছিত কাম ॥ নরেতে যে নাম করি : ভবসিন্ধু যায় তরি : খণ্ডে মৃত্যু পতি দণ্ড দায়। ক্ষণেক যে নাম জপি : অশেষ পাপের পাপি : সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥ তোমার যে আছে বিধি : অশ্ব দাদির পক্ষে বিধি : দেখি অন্ত নাহিক তাহার। তবে তব তুষ্টি জন্য : যে যা করে হবে ধন্য : সংসার সাগরে কর পার ॥

চক্রবর্ত্তীর পত্র।

মহাশয় লিখিয়াছেন "আমি তোমাদি
গকে আশা পরিত্যাগ ক্রমে করিতে কহিতেছি, বৃ
দ্ধি করিতে কহিনাই, দেখ শান্তি বন্ধুকে সঙ্গে
করিতে কহিতেছি তাহা হইলে লোভ ও আশা
ক্রমে নিবৃত্তি হইবেক, তদপরে অনিত্য বিষয়
ভোগের অভিলাষ তোমাদিগের থাকিবেনা;" এত
দুত্তরে নিবেদন যখন অনিত্য বিষয় ভোগের
অভিলাষ হেতুক বিষয় প্রাপ্তি ইচ্ছা, অর্থাৎ ব
ল বুদ্ধি এবং ধন উপার্জ্জন করিতে কহিতেছে
ন তখন যে ব্যক্তি তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক
সে ব্যক্তিকে অগ্রেই আশাকে অবলম্বন করি
তে হইবেক কারণ এই কর্ম্মের দ্বারা এই বল
এবং এই ধন আমার লভ্য হইবে ইত্যাকার বুদ্ধি
তাহার অবশ্যই হইবে, সুতরাং এরূপ ইচ্ছাকেই লো

ভ কহে তবে তাহার শান্তি বন্ধুকে সঙ্গে করা কি প্রকারে হয় অতএব শান্তি প্রাপ্ত হইতে যে সকল কর্ম্ম করিতে সে সকল কর্ম্ম না করিলে শান্তিবন্ধু লভ্য হয়েন না, ইহা ভগবদ্গিতাতে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অর্জ্জুন কে উপদেশ করিয়াছেন " যাহার ইন্দ্রিয় রাগ দ্বেষ শূন্য হয়ঃ বশীভূত মনের বশেতে সদা রয়ঃ এরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় যে জন ঃ ভোগ করে সেই হয় শান্তির ভাজন " এই শ্লোকার্থের তাৎপর্য্য এই যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে রাগাদি রিপু শাসন করিয়াছে, আর মনকে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা বশীভূত করিয়াছে, এরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ উক্ত কর্ম্ম সকল অগ্রে সাধন করিয়া সিদ্ধ প্রাপ্ত দ্বারা যে ব্যক্তি বিষয় ভোগ করে সেই ব্যক্তি শান্তির ভাজন হয় নচেৎ শান্তি প্রাপ্তার্থে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি আছে তাহা না ক

রিয়া কেবল মুখে শান্তি অবলম্বন করিতে চা
হিলে কি শান্তি হইবে? ।
চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন " যখন অনিত্য বিষয় ভো
গের অভিলাষ করিতে কহিতেছেন, তখন যে ব্য
ক্তি তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক সে ব্যক্তিকে অগ্রেই
যাশাকে অবলম্বন করিতে হইবে " প্রত্যুত্তর
হে প্রিয় সখারা ভেবে দেখ এই যে সংসারাশ্র
মে থাকিয়া অনিত্য বিষয় উপার্জ্জন করিয়া পি
তাকে সন্তুষ্ট করিতে কহিতেছি, যাহা নানাবিধ
শাস্ত্র মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে প্রামাণ্য উপ
লব্ধি হইতেছে, ইহা করিলে তোমাদিগের প্র
থমেই নিত্য বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভাবনা, কারণ কোন
বিষয়ের অভিলাষ মনোমধ্যে উপস্থিত হইবার
অগ্রে তাহার হেতু অন্তঃকরণে সচরাচর রূপে
উদয় হয়, যদ্রূপ কোন ব্যক্তি স্বপত্নীকে অলঙ্কা

করিতে অভিলাষ করে, তাহার অন্তঃকরনে প্রথমতঃ পত্নী দ্রব্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সন্তুষ্টা হইলে শয্যা সুখ অথবা চক্ষুসুখ হইবে, ইত্যাকার হেতুৎপন্ন হইলে সেঅ লঙ্কার দিতে বাসনা করে এবং সর্ব্বক্ষণ পত্নীকে স্মরণ রাখে, তদ্রূপ তোমরা জ গৎ পিতার প্রীতার্থে কার্য্য করিতে বাসনা করিলে প্রথমেই তোমাদিগের চিত্ত মধ্যে পিতৃ চিন্তা উদয হইবে তৎপরে পিতৃ চ রণ স্মরণ পূর্ব্বক তাহার তুষ্টি জন্য কার্য্য করিতে বাসনা করিলে সে বাসনা পূর্ণ হই বার সর্ব্বদা সম্ভব, ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব এমত আশার উদ্যোগী পুরুষ কে কদা চ দুঃখ দিতে পারেনা, এবং পিতার চিন্তা চিত্তে উদয় হইলে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ॥ ❀ ॥ সমাপ্ত ॥ ❀ ॥